কাশ্মীর নেহেরু অমরনাথ



নিত্যরঞ্জন দাস

কাশ্মীর - নেহেরু - অমরনাথ

কাশ্মীর

সুপ্রাচীন কাল থেকে কাশ্মীর ভারতবর্ষের একটি অঙ্গ রাজ্য; শিল্প সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেন্দ্র রূপে বিখ্যাত। সম্রাট অশোক, কনিষ্ক ও মিহিরকুলের রাজত্বে কাশ্মীর তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ৭ম শতাব্দীতে দুর্লভবর্ধন কাশ্মীরকে একটি শক্তিশালী রাজ্যরূপে গঠন করেন। তাঁর পৌত্র ললিতাদিত্যের রাজত্বে কাশ্মীরের সীমানা বহুদূর বিস্তৃত হয়। কাশ্মীরের ঐতিহাসিক "রাজতরঙ্গিনী" রচয়িতা কল্‌হনের বিবরণ থেকে জানা যায়, ললিতাদিত্য তিব্বতি ও তুর্কিদের পরাস্ত করেন। তাঁর পৌত্র বিনয়াদিত্য ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। শিল্প-সংস্কৃতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তিনি গৌড় ও কনৌজ জয় করেন। ৮৫৫ খৃঃ এই রাজবংশের অবসান হয়। সিংহাসনে আরোহণ করেন উৎপল বংশীয় অবন্তীবর্মন। পরবর্তী নৃপতি শংকর বর্মন পাঞ্জাবের কিয়দংশ দখল করে রাজ্যের সীমা আরও বর্ধিত করেন। তারপর গৃহ বিবাদে কাশ্মীর দুর্বল হয়। একাদশ খৃঃ গজনীর সুলতান মামুদের আক্রমণ থেকে কাশ্মীর রক্ষা পেলেও রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার অবসান হয় না। অবশেষে ১৩০১ খৃঃ সুহদেব (Suhadeva) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে কাশ্মীরকে ঐক্যবদ্ধ করেন। কিন্তু পুনরায় বেজে ওঠে রণদামামা। রাজা কর্মসেনার (Karmasena) সেনাপতি দুলুচা ৬০,০০০ অশ্বারোহী নিয়ে আক্রমণ করে কাশ্মীর। প্রচুর অর্থ উৎকোচ দিয়ে সুহদেব রাজ্য রক্ষার চেষ্টা করেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি অতিরিক্ত কর ধার্য করেন। প্রজারা ক্ষুব্ধ হয়। প্রবল শীতের জন্য দুলুচা কাশ্মীর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই সময় তিব্বতীয় সেনাপতি রিনচানা (Rinchana) কাশ্মীর আক্রমণ করে। তাকে বাধা দেন জনৈক রামচন্দ্র। রিনচানা তাকে হত্যা করে — তাঁর কন্যা কোটাদেবীকে বিবাহ করেন। রাজা সুহদেব গোপনে দেশত্যাগ করলে, রিনচানা নিজেকে কাশ্মীর - নরেশ বলে ঘোষণা করেন। মাত্র তিন বৎসর রাজত্ব করার পর তাঁর মৃত্যু হয়।

কাশ্মীরী ঐতিহাসিক জনরাজার বিবরণ থেকে জানা যায়, শাহ্‌মেরা (Sahamera) অথবা শাহ্‌মীর নামে জনৈক উচ্চাভিলাষী মুসলিম যুবক ১৩১৩ খৃঃ কাশ্মীর আসে। পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে রাজা রিনচানার। কেহ কেহ বলেন, তাঁর প্রভাবে

রিনচানা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বস্ত শাহ্মীরের হাতে পুত্র হায়দারের দায়িত্ব অর্পন করেন। মুসলিম ঐতিহাসিক ফরিস্তা বলেন, রিনচানা ছিলেন কাফের;তবে তাঁর স্ত্রী কোটাদেবী শাহ্মীরকে বিবাহ করে ইসলামে ধর্মান্তরিত হন। রিনচানার মৃত্যু হলে রানী উদয়নদেবকে বিবাহ করেন। কিন্তু নতুন রাজা পার্থিব বিষয়ে উদাসীন। রাজ্য শাসনের ভার রানীর হাতে অর্পণ করে তিনি দিবা-রাত্র মগ্ন থাকেন পূজা - অর্চনায়। রাজার এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ধূর্ত শাহ্মীর দরবারে স্বীয় ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তার করে। ১৩৩৮ খৃঃ রাজার মৃত্যু হলে শাহমীর বিদ্রোহ ঘোষনা করে; রানীকে অবরুদ্ধ করে কোটাদুর্গে। বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শাহমীর এক রাত্রি রানীর সঙ্গে সুখ উপভোগ করে — পরদিন দুই পুত্র সহ রানীকে করে কারারুদ্ধ। (After spending one night with Kota, Sahamera imprisoned her in the morning and then imprisoned her two children also)[1] ১৩৩৯ খৃঃ সামস্-উদ-দীন-শাহ্ উপাধি নিয়ে তিনি আরোহন করেন কাশ্মীরের সিংহাসনে। এই ভাবে হিন্দুর স্বাভাবিক উদারতার সুযোগ নিয়ে ইসলামের রীতি অনুযায়ী বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা কাশ্মীরে হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম শাসন।

পরবর্তীকালে কাশ্মীরে মুসলিম শাসনের ইতিহাসে সিকান্দরের রাজত্বে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তাঁর পূর্বে মুসলিম সুলতানদের মধ্যে গোঁড়ামি দেখা যায় নি। সুলতান কুতুবউদ্দিন দুর্ভিক্ষ এড়াতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তবে পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ থেকে মনে হয় — হিন্দু-বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীরে মুসলিম সংখ্যাল্পতাই এই আপাতঃ উদারতার কারণ, লিখেছেন ঐতিহাসিক R. C. Majumder - (This was due to the paucity of Muslims in the country.)[2] সিকান্দরের শাসনকালে ভারতের অন্যান্য মুসলিম রাজ্য থেকে দলে দলে মুসলমান এসে কাশ্মীরে বসবাস শুরু করে;সঙ্গে নিয়ে আসে ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য "পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জেহাদের" জিগির।

কাশ্মীরের ঐতিহাসিক জনরাজার বর্ণনায় ঃ মুসলমান ছিল সুলতানের বিশেষ প্রীতিভাজন। দয়ালু সুলতান মুসলমানদের দান করতেন অকাতরে। সেই আকর্ষণে ম্লেচ্ছজাতি জলস্রোতের ন্যায় প্রবেশ করে কাশ্মীরে। পতঙ্গ যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে প্রবেশ করে শস্য ক্ষেত্রে। তারা সুলতানের মিত্রতা লাভ করে অধিকার করে সকল উচ্চ রাজপদ। (The king had a fondness for the Javans. Many Javans left other sovereigns and took shelter under the king, who was renowned

1. R. C. Majumder – The History and Culture of the Indian People-375 (The Delhi Sultanate)

2. Ibid – P-378

for charity... Attracted by the gifts and honours which the king bestowed, and by his kindness, the mlechchhas entered kashmir even as locust enter a good field of corn.They occupied all the offices of the state and became friends of the king.)[1]

সুলতান শাসকের কর্তব্য ভুলে গেলেন। দিবারাত্র মগ্ন থাকতেন মূর্তিভাঙ্গার আনন্দে। মুসলিম ঐতিহাসিক ফরিস্তা সুলতানের হিন্দু-বিদ্বেষ ও জেহাদী মনোভাবকে মহৎ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুলতান এক আদেশে মুসলমান ব্যতীত অন্য সকলের কাশ্মীরে বসবাস নিষিদ্ধ * ঘোষণা করেন।

ব্রাহ্মণদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দেশ ত্যাগ করে, অনেকে স্বদেশ ও স্বধর্ম ত্যাগ করা অপেক্ষা বিষপানে মৃত্যু বরণ শ্রেয় মনে করেন। মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্রাহ্মণ নিরূপায় হয়ে গ্রহণ করে ইসলাম ধর্ম। এইভাবে কাশ্মীর ব্রাহ্মণ শূন্য হলে সিকন্দর সকল দেব মন্দির ভেঙ্গে দেবার আদেশ দেন। (The Muslim version of the activities of Sikandar is given in detail by Farista who, of course includes them among his good institutions .... Sikander issued orders proscribing the residence of any person other than Muhammedan in Kashmir .... many of the Brahmins, rather than abandon their religion or their country, poisoned themselves, some emigrated from their native homes, while a few escaped the evil of banishment by becoming Muhammadans; After the emigration of the Brahmins, Sikandar ordered all the temples in Kashmir to be thrown down.)[2]

তাঁর এই মহতী উদ্যোগের জন্য তাকে "বুতশিখান" (বিগ্রহধ্বংসকারী) উপাধি দেওয়া হয়। (The Muslim historians inform us that for having broken the Hindu temples Sikandar got the title of Butshikhan or the destroyer of idols)[3] ১৪১৩ খৃঃ সিকন্দারের মৃত্যুর পর শতবর্ষের অধিক কাল মুসলমানদের অর্ন্তকলহে কাশ্মীর বিধ্বস্ত হয়। অবশেষে ১৫৮৭ খৃঃ সম্রাট আকবর কাশ্মীর অধিকার করেন।

---

* ইসলাম ধর্মে মুসলমানের অবিচল প্রগাঢ় আস্থা। ইসলামের বিধান তারা দেশ-কাল নির্বিশেষে নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলে। তাই আজ থেকে প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্বে মুসলিম সুলতানের আদেশে কাশ্মীর হিন্দু শূন্য হয়। আজও কাশ্মীরের মুসলমানের "জেহাদী" হুঙ্কারে কাশ্মীর হিন্দু শূন্য।........?

1. Ibid – P-378
2. Ibid – P-379
3. Ibid – P-399

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্য গৃহযুদ্ধে দুর্বল হয়। ১৭৫২ খৃঃ আহ্‌ম্মদ শাহ্ আবদালি দখল করে কাশ্মীর। ১৮১৯ খৃঃ পাঞ্জাব কেশরী মহারাজা রণজিৎ সিং আফগান শক্তিকে পরাস্ত করে কাশ্মীর অধিকার করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ডোগরাবংশীয় রাজপুত রণজিৎ দেও ছিলেন জম্মুর শাসক। ১৭৮০ খৃঃ তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনের দাবী নিয়ে গৃহবিবাদ শুরু হলে রণজিৎ সিং জম্মু অধিকার করেন। রণজিৎ দেও-র তিন প্রপৌত্র যোগদান করেন রণজিৎ সিং-এর সেনা বাহিনীতে। তাঁদের আনুগত্য, সাহস, বীরত্ব ও বুদ্ধি মত্তায় মুগ্ধ হয়ে মহারাজা তিন ভাইকেই "রাজা" উপাধি প্রদান করে তিন অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করেন।

১৮৩৯ খৃঃ বীরকেশরী রণজিৎ সিং-এর মৃত্যু হয়। গৃহ বিবাদে বিশাল শিখ সাম্রাজ্য প্রায় ভাঙ্গনের মুখে। সুযোগ বুঝে ইংরজে তৎপর হয়; সেনানিবাসের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে। ১৮৪৫ খৃঃ ইংরেজের সহিত শিখ বাহিনী অসীম সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও পরাজিত হয়। বিজয়ী ইংরেজ শতদ্রু নদী অতিক্রম করে লাহোর অধিকার করলে শিখরা সন্ধি করতে বাধ্য হয়। ইংরেজ এক কোটি মুদ্রা ও পাঞ্জাবের এক বিরাট ভূ-খণ্ড দাবি করে। কিন্তু রাজকোষ শূন্য। শিখরা তাই অর্থের বিনিময়ে জম্মু-কাশ্মীর ও বিয়াস থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল হস্তান্তর করতে চায়। সামরিক ও আর্থিক কারণে ইংরেজ সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। অবশেষে উত্তরাধিকার সূত্রে উপরোক্ত অঞ্চলের একজন দাবীদার রূপে গুলাব সিং ইংরেজদের দাবি পূরণে সম্মত হন। শর্ত হল তাকে জম্মু-কাশ্মীরের স্বাধীন নৃপতিরূপে স্বীকৃতি দিতে হবে। ইংরেজ সরকার সম্মত হয়। ১৮৪৬ খৃঃ সম্পাদিত অমৃতসর চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ছাম্ব , কুলু প্রভৃতি অঞ্চল বাদ দিয়ে গুলাব সিং জম্মু-কাশ্মীর ভূ-খণ্ডের উপর একচ্ছত্র ক্ষমতা লাভ করে। এইভাবে হিন্দু কাশ্মীরে পুনরায় হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এদেশে এক শ্রেণীর বিদ্বজ্জন আছেন — যাঁরা কোরান পড়েন না — জানে না ইসলামের ইতিহাস। কিন্তু ইসলামের মাহাত্ম প্রচারে তাঁরা আবেগে আপ্লুত হন। এরা প্রায়শঃই লেখনে — ভাষনে "কাশ্মীরিয়াৎ" নামক একটি অভিনব পদের ব্যবহার করেন। এর দ্বারা সম্ভবত কাশ্মীরের মুসলমানদের ঐতিহ্যগত উদারতা ও সহিষ্ণুতা বোঝানো হয়। এই সকল পণ্ডিতম্মন্য হয়তো জানেন না যে, উদারতা - সহিষ্ণুতা হিন্দুর স্বভাব-ধর্ম, কিন্তু মুসলমানের নয়। কারণ উহা ইসলাম বিরোধী। তাই নির্বিচার হত্যা, ধর্ষণ ও জেহাদী সন্ত্রাসের দ্বারা তিন লক্ষ হিন্দুকে কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত করা হয়। তাই, তীর্থ যাত্রীদের পরিষেবার জন্য মাত্র ১০০ একর জমি অমরনাথ মন্দির কর্তৃপক্ষ দেওয়ার প্রস্তাব হলে - কাশ্মীরের মুসলমান পাকিস্তানি পতাকা নিয়ে "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" শ্লোগান দিয়ে সমগ্র কাশ্মীরকে এক রণক্ষেত্রে পরিণত করে।

কাশ্মীর

লেঃ জেনারেল মহারাজা হরি সিং ১৯২৫ খৃঃ ২৩শে সেপ্টেঃ জম্মু-কাশ্মীরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। রাজ্যটি চারটি অঞ্চলে বিভক্ত। দক্ষিণে জম্মু, মাঝখানে কাশ্মীর উপত্যকা, উত্তরে গিলগিট এবং তিব্বত ও কাশ্মীরের মাঝখানে বৌদ্ধপ্রধান লাদাখ। জম্মুতে হিন্দু ও কাশ্মীর উপত্যকায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুসলমানের স্বার্থরক্ষায় ১৯৩২ খৃঃ স্থাপিত হয় Muslim Conference। পরে নেহেরুর পরামর্শে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের*[1] কৃতি ছাত্র শেখ আবদুল্লা দলের নতুন নামকরণ করে National Conference। যে অমৃতসর চুক্তি অনুযায়ী — জম্মু-কাশ্মীরে হিন্দু রাজ স্থাপিত হয়; শেখ আবদুল্লা ও তাঁর মুসলিম ভাইয়েরা সেই চুক্তি স্বীকার করেন না। কিন্তু স্বীকার করেন জম্মু-কাশ্মীরের হিন্দুরা। ১৯৩৮ খৃঃ ২৪শে জুন শেখ আবদুল্লা*[2] মহারাজ হরি সিং-এর বিরুদ্ধে "কাশ্মীর ছাড়" (Quit Kashmir) আন্দোলনের ডাক দেন। এজন্য শেখ সাহেবকে আটক করা হয়।*[3]

---

*[1] এই মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়টি (AMU) পাকিস্তান গড়ার কারখানা। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে পরিপুষ্ট এই প্রতিষ্ঠানটি সেই মহান ঐতিহ্য আজও বয়ে নিয়ে চলেছে। SIMI (Students Islamic Movement of India) বর্তমানে Indian Mujahidin নামে ভারত ব্যাপী "ইসলামিক জেহাদ" পরিচালনা করে। ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে মহম্মদ আহমদউল্লা সিদ্দিকি "জামায়েত-ই-ইসলামি'র ছাত্র সংগঠন রূপে SIMI'র প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য পাশ্চাত্য ভাবধারা হতে মুক্ত করে ভারতকে ইসলামিক দেশে রূপান্তরিত করা। (to liberate India from western cultural influence and convert it into an Islamic society – The Times of India - 7-8-2008.

কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রীম কোর্টে হলফ নামা পেশ করে জানান ঃ Jamayat-I-Islami Hind-এর সংগঠন রূপে, ১৯৭৭ সালের ২৫শে এপ্রিল আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে SIMI'র প্রতিষ্ঠা হয়। উদ্দেশ্য হল ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও "ধর্মযুদ্ধের" জন্য সংঘটিত করা। (Centre said SIMI, which came into existence on April, 25 '77 at Aligarh Muslim University as a front organisation of Jamayit-e-Islami Hind, "aims to utilise students / youth in propagation of Islam and offer support to Jihad." – The Times of India - 7-8-2008.

*[2] কেন মহারাজ কাশ্মীর ছাড়বেন? যেহেতু কাশ্মীর মুসলিম প্রধান? এই যুক্তি মেনে তো হিন্দু প্রধান হিন্দুস্তান থেকে অত্যাচারী বিদেশী মুসলিম শাসকদের বহু পূর্বেই বিদায় নেওয়া উচিৎ ছিল।

*[3] এই সময় মহারাজা হরি সিং-এর পুলিশের গুলিতে আবদুল্লার সমর্থক কয়েকজন মুসলমান নিহত হয়। সেই দিনটি আজও কাশ্মীরে "শহীদ দিবস" রূপে পালিত হয়। বন্ধ থাকে সরকারি অফিস, আদালত, স্কুল কলেজ।

হাজার বছরের মুসলিম শাসনে প্রতিদিন হাজার হাজার হিন্দু নিহত হয়। মুসলমানদের অনুকরণে হিন্দুদের তো বৎসরের প্রতিদিন "শহীদ দিবস" পালন করা উচিৎ।

ক্ষমতা হস্তান্তর আসন্ন। তাই ১৯৪৬ সালে শেখ আবদুল্লা নবোদ্যমে "কাশ্মীর ছাড়" আন্দোলনে শুরু করেন। তাঁর আন্দোলনের সমর্থক ছিল শুধু উপত্যকার মুসলমান। প্রত্যাশিতভাবেই জম্মু-লাদাখের হিন্দু প্রজাদের আনুগত্য ও সমর্থন ছিল মহারাজার প্রতি। শেখ আবদুল্লার সঙ্গে পণ্ডিত নেহেরুর খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক। শেখ সাহেবের আন্দোলনের তিনি ছিলেন প্রধান সমর্থক। তাঁর দৃষ্টিতে এ হল স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন। শুধু নৈতিক সমর্থন নয়। আন্দোলন অংশ নিয়ে শেখ সাহেবের সঙ্গে কারাবরণও করেন। কাশ্মীরের হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে মুসলমানের আন্দোলনকে নেহেরু সমর্থন করেছেন, কিন্তু হায়দরাবাদ ও জুনাগড়ের মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু প্রজার আন্দোলনে তিনি ছিলেন নীরব দর্শক ....!

হরি সিং-এর সঙ্গে শেখ আবদুল্লার বিরোধের মূল কারণটি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অজ্ঞাত ছিল না। I.B.'র ডিরেক্টর মিঃ মালিক-কে তিনি বলেন ঃ মহারাজার প্রতি শেখ আবদুল্লার বিরোধিতাকে যেন শাসকের বিরুদ্ধে শাসিতের বিরোধিতা বলে গণ্য করা না হয়। তিনি ডোগরা সম্প্রদায় বিরোধী। আবদুল্লার বিচারে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জাতি ও ডোগরা অভিন্ন। অর্থাৎ কার্যত তিনি হিন্দু বিরোধী। (... his antipathy to the Maharaja was not really an antipathy to a ruler as such but to the Dogras he identified the rest of the majority community in India (M.J. Akbar –"Kashmir : Behind the Veil" – The Telegraph: 23.3.91) নেহেরু ও তাঁর সমর্থক কম্যুনিষ্ট বুদ্ধিজীবিদের নিকট শেখ আবদুল্লা হলেন "ধর্মনিরপেক্ষতার" প্রতীক ....।

<u>প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধ</u> ঃ

১৯৪৭ সালের ২৫শে জুলাই গর্ভনর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন দেশীয় নৃপতি মণ্ডলীর সভায় (Chamber of Princes) বলেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের পর আইনের দৃষ্টিতে তাঁরা হবেন স্বাধীন। তাঁরা নিজেদের বিবেচনা অনুযায়ী ভারত অথবা পাকিস্তান - যে কোন রাষ্ট্রে যোগ দিতে পারেন; অথবা স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্ত্বা বজায় রাখতে পারেন। এ বিষয়ে শাসকের অধিকার চূড়ান্ত ও প্রশ্নাতীত। জনমতের কোন ভূমিকা নেই। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে ব্রিটিশ Paramountcy'র অবসানে দেশীয় রাজ্যসমূহ তাঁদের স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতা ফিরে পাবে। যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হয়েছে — দেশীয় রাজ্যের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। (... The decision on whether to accede or not and to which dominion were in the exclusive right

and descretion of the ruler ... Thus it would be seen that on the withdrawl of Paramountcy, the princely states were to become independent and the communal basis of division of British India was not to apply ipso-facto to the states. A. S. Anand – formerly chief justice of India - The Statesman: 2.3.2007).

কিন্তু কাশ্মীর নরেশের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। ভারতে যোগদান মুসলমানের মনঃপূত হবে না। পাকিস্তানে যোগদানের যে কোন সম্ভাবনা — জম্মু - লাদাখের হিন্দু-বৌদ্ধরা বাধা দেবে। কাশ্মীরের স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্বও বাস্তবোচিত নয়। উভয় সঙ্কটে মহারাজ হরি সিং। জিন্নার একান্ত সচিব মহারাজা হরি সিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জানান ঃ তিনি স্বাধীন সার্বভৌম নৃপতি। কোন রাষ্ট্রে যোগদানের ক্ষমতা একমাত্র তারই আছে। এ ব্যাপারে শেখ আবদুল্লা, জাতীয় সম্মেলন অথবা কারও সঙ্গে তাঁর আলোচনার প্রয়োজন নেই। (তাঁর এই অভিমত আইন ও Instrument of Accession-এর সঙ্গে সঙ্গতি পূর্ণ)। এবং তাঁকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে যে, তিনি যদি পাকিস্তানে যোগদান করেন তবে তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ অথবা ক্ষমতা বিন্দুমাত্র হরণ করা হবে না। ("His Highness was told that he was an independent sovereign, that he alone had the power to give accession, that he need consult nobody, that he should not delegate any of his powers to the people of the state and that Pakistan would not touch a hair of his head or take away an iota of his power" if he acceded to Pakistan).[1]

এ যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি অচিরেই তা প্রমাণিত হয়। পাকিস্তানে যোগদানে বাধ্য করতে মিঃ জিন্না ৪৫০ মাইল সীমান্ত বরাবর সশস্ত্র হামলা শুরু করে। ২৫শে আগষ্ট (১৯৪৭) Dawn পত্রিকায় হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় — কাশ্মীরনরেশকে সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে যে, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে পাকিস্তানে যোগদান করতে হবে। আর তা না করার পরিণাম হবে ভয়াবহ। (The time has come to tell the Maharaja of Kashmir that he must make his choice and choose Pakistan. Should Kashmir fail to join Pakistan the greatest possible trouble would inevitably ensue.)[2]

---

1. A. S. Anand – Former chief justice of India – quoted from "Accession of Kashmir to India" – M.C. Mahajan – The Statesman-2.3.2002
2. Ibid.

Lt. Gen. Sir Frank Messervy & Lt. Gen. Sin Robert Lockhurt যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারতের সেনাধ্যক্ষ। উভয় সেনাবাহিনীর Supreme Commander হলেন Field Marshal Achinleck.* পাকিস্তানের সেনাধ্যক্ষ Mr. Frank Messervy পাকিস্তানের কাশ্মীর অভিযান সমর্থন করেন না। তাই মিঃ জিন্না তাকে অস্ত্র সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান লণ্ডনে।

মহারাজ হরি সিং উদ্বিগ্ন। ক্ষুদ্র তাঁর সেনাবাহিনীর অর্ধেকই মুসলমান। লেঃ কর্ণেল নারায়ণ সিং মুজাফ্‌ফরাবাদ সেনা নিবাসের Commanding Officer. মহারাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, মুসলিম সৈন্যদের ওপর তাঁর আস্থা আছে কিনা। দ্বিধাহীন কণ্ঠে তিনি উত্তর দেন — ডোগরাদের অপেক্ষা বেশী (... Lt. Colonel Narain Singh had been asked by the Maharaja whether he could rely on the loyalty of the Muslim half of his battalion. He unhesitatingly answered, More than on the Dogras)[1] হিন্দুর কাণ্ড জ্ঞান নেই দিব্য জ্ঞান আছে ষোল আনা। লেঃ কর্ণেল নারায়ণ সিং কে জীবন দিয়ে তাঁর নিবুর্দ্ধিতার মূল্য দিতে হয়েছে।

২২শে অক্টোবর, নিশুতি রাত। ছল্ ছল্ কল্ কল্ শব্দে বয়ে চলেছে ঝিলাম নদী। এক পারে কাশ্মীর, অপর পারে পাকিস্তান। যোগাযোগের জন্য রয়েছে একটি সেতু। ওপারে অন্ধকারে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটি পুরানো মডেলের ষ্টেশন ওয়াগন। পেছনে ট্রাকের সারি কয়েকশ হবে। মুসলিম লীগ গ্রীন শার্টের সরাব হায়াৎ খাঁন ষ্টেশন ওয়াগনে অধৈর্য প্রতীক্ষায়। তাঁর অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ সেতুর অপর পারে; কখন দেখা যাবে আলোর সংকেত। ঐ সঙ্কেত তাকে জানাবে, যে হরি সিংহের সেনাবাহিনীর মুসলিম সৈন্যরা বিদ্রোহ করেছে; হত্যা করেছে হিন্দু সেনা অফিসারদের, বিচ্ছিন্ন করেছে রাজধানী শ্রীনগরের সঙ্গে টেলিযোগাযোগ এবং সেতুর অপর পারে প্রহরীরা বন্দী। ... সহসা সে দেখল ঘন তমসার বুক চিরে আকাশে অর্ধ বৃত্তাকারে আলোর বিচ্ছুরণ। সরাব খান গাড়ি চালিয়ে সেতু পার হল। শুরু হল ১ম কাশ্মীর যুদ্ধ। (Eyes fixed to that bridge, he watched for the flare which would tell him that the Muslim

* ভারত স্বাধীন হয়েছে। Lord Mountbatten দেশ ভাগ করেছে — খণ্ডিত স্বাধীন ভারতে সে কেন থাকবে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে Governor General রূপে? কেন ব্রিটিশ সেনাপতি হবেন ভারতের Supreme Commander? কি সে রহস্য ...?

1. V.P. Menon – The Story of the Integration of the Indian States - P-378

troops of Hari Sing's army on the other side had mutinied, killed their Hindu Officers, cut the telephone line to Srinagar and seized the guards at their end of the bridge. Suddenly he saw its rose-ate tail cut an arc against the black night sky. Sarab Khan started his station-wagon and lurched accross the bridge. The war for Kashmir had began.)[1]

এই দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষণীয় ঘটনাটি V.P. Menon-এর (স্বাধীন ভারতের প্রথম যোগ্যতম স্বরাষ্ট্রসচিব) বর্ণনায় ঃ কাশ্মীরের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু হয় ১৯৪৭ সালের ২২শে অক্টোবর। মুজাফ্‌ফরাবাদে মুসলিম ও ডোগরাদের নিয়ে গঠিত কাশ্মীরি সেনা ব্যাটালিয়নের কমাণ্ডার ছিলেন, লেঃ কর্ণেল নারায়ণ সিং। মুসলিম সৈন্যরা কমাণ্ডার ও তাঁর অ্যাডজুটান্টকে হত্যা করে* অস্ত্রশস্ত্র সহ যোগদান করে হানাদার বাহিনীর সঙ্গে। অগ্রবর্তী বাহিনী রূপে তারা হানাদার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যায়। (The all out invasion of Kashmir started on 22nd Oct. 1947 ... The State battalion, consisting of Muslim and Dogras stationed at Muzaffarabad, was commanded by Lt. Colonel Narain Singh.

* (ক) দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট বিভক্ত হয় ভারতবর্ষ। ধর্ম ও জাতির ভিত্তিতেই সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী দুই দেশের মধ্যে বিভক্ত হয়। (On 15th Aug. when the country was partitioned, the Indian Army, the Royal Navy and Royal Indian Air Force were summarily partitioned mainly on a religious basis between the two dominions. (V.P. Menon - The Story of the Integrations of the Indian States - P-379).

(খ) ইসলামের বিধান — মুসলমান কখনও মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারে না, বলেছেন গান্ধীর প্রিয় ভ্রাতা, খিলাফত আন্দোলনের (নিহত হয় ১৫০০ হিন্দু; ধর্মান্তরিত হয় ২০,০০০ ও গৃহহারা হয় ১০০,০০০ হিন্দু) নেতা মহম্মদ আলি — (under no circumstances was it permissible for any Mohammedan, whatever his country might be, to stand against any other Mohammedan – Dr. B. R. Ambedkar - writings and speeches - Vol. - 8, P-276) ভারত বিভাগ প্রসঙ্গে ডঃ আম্বেদকর বলেছেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের পর কোন মুসলিম রাষ্ট্র যদি ভারত আক্রমণ করে — ভারতের সেনাবাহিনীর মুসলিম সৈন্যরা আক্রমণকারীর পক্ষে যোগদান করবে। মহারাজ হরি সিংহের সৈন্যরা এই ধর্মীয় অনুশাসন মেনেই পাক বাহিনীর পক্ষে যোগ দিয়েছে।

(গ) হানাদার বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন জেনারেল তারিক। এটি অবশ্যই তাঁর ছদ্ম নাম। পরে জানা যায় ইনি হলেন পাক নিয়মিত বাহিনীর মেঃ জেনারেল আকবর খাঁ ... নেতাজী সুভাষ বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনীর মহম্মদ জামান কিয়ানী, বুরহানউদ্দিন ও আই.এন.এ.-র অন্যান্য পদস্থ মুসলিম সেনা

1. Collins and Lapierre - Freedom at Midnight – P-351

All the Muslims in the battalion deserted, shot the commanding officer and his adjutant; joined the raiders and acted as advance guard to the raiders column.)[1]

অফিসারগণ পাক বাহিনীকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেন। (The leader of the raiders was a mystrious officer called " Gen. Tariq" who was later identified as none other than Major Gen. Akbar Khan of the Pakistan Army. They were ably assisted by Mahammed Zaman Kiani, Burhanuddin and other officers of erstwhile of the Indian National Army. – V.P. Menon - The Story of the Integration of the Indian States. P-396) এখানে উল্লেখ্য — I.N.A.-র মুসলিম সেনাদের পাক্ সামরিক বাহিনীতে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ধূর্ত ক্ষমতালোভী লেডি মাউন্টব্যাটেনের প্রেমিক নেহেরু একজন আজাদ হিন্দ সেনাকেও ভারতের সামরিক বাহিনীতে গ্রহণ করেন নি। কারণ মাউন্টব্যাটেনের নিষেধ ছিল। আর নেহেরু ছিলেন তাঁর বশংবদ।

ঘ) লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পিতা ছিলেন জার্মান বংশোদ্ভূত, Prince Louis of Battenberg নামেও সেই পরিচয়। ব্রিটিশ নাগরিক। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানী ইংরেজদের প্রধান শত্রু। লুইস ব্যাটেনবার্গ ছিলেন ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবহরের অধ্যক্ষ (First Lord of the Admiralty) ব্রিটিশ সরকার নিরাপত্তার কারণে তাকে পদচ্যুত করেন। (Mountbatten's father, Prince Louis of Battenberg, was forced to resign as first lord of the admiralty during the great war because of his German parentage – Leonard Mosley – The Last Days of the British Raj - P-117) রাষ্ট্র পরিচালনায় এই হল রাজনৈতিক বিচক্ষণতার নিদর্শন। 'নাগরিকতা'-র দ্বারা "জাতীয়তা" নির্ধারিত হয় না। এদেশেও কোন বিদেশিনির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথে সেই "জাতীয়তাই" প্রধান বিবেচ্য।

ঠিক তেমনি কাশ্মীর যুদ্ধে মহারাজা হরি সিংহের মুসলিম সেনাদের ভূমিকা থেকে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের শিক্ষা নেওয়া আবশ্যিক। কিন্তু মুসলিম লীগ — কম্যুনিষ্টদের নিয়ে গঠিত কেন্দ্রের সোনিয়া-মনমোহনের ইউ.পি.এ. সরকার তো সেই মুসলিম স্বার্থেরই অতন্দ্র প্রহরী। এই অশুভ "ধর্মনিরপেক্ষ" জোট একবার ভারত ভাগ করেছে - পুনরায় দেশ বিভাগের জন্য অতিমাত্রায় সক্রিয়। তাই যে মুসলমান হিন্দুরক্তে ভারত ভূমি প্লাবিত করে ভারত ভাগ করেছে — সেই মুসলমানদের সর্বপ্রকার সুবিধা দেওয়ার জন্য নিয়োগ করেছে "সাচার কমিটি"। সেই কমিটির রিপোর্ট পেয়ে রাজকোষ উন্মুক্ত করে দিয়েছে মুসলমানের কল্যাণের জন্য। ঢালাও অর্থ সাহায্য চলছে মাদ্রাসায়; খোলা হচ্ছে শ'য়ে শ'য়ে নতুন মাদ্রাসা। কী পড়ানো হয় মাদ্রাসায়? কোরান, ইসলামের ধর্মতত্ত্ব, মুসলিম ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় এই মাদ্রাসাগুলিও হল "জেহাদী" (ইসলামের ধর্মযোদ্ধা) উৎপাদনের কারখানা। তাই হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী --- সমগ্র ভারত আজ জেহাদী হানায় রক্তাক্ত - বিধ্বস্ত! সাচার কমিটির সুপারিশ মেনেই সেনাবাহিনী, বি.এস.এফ., সি.আর.পি.এফ. ও পুলিশে ব্যাপক হারে নিয়োগ করা হচ্ছে মুসলমানদের। পরিণাম ...?

1. V.P. Menon – The Story of the Integration of the Indian States-P-378

প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধ

সরাব হায়াত খাঁন উল্লসিত। কাশ্মীর পাকিস্তানের। শ্রীনগর আর মাত্র ১৩৫ মাইল, রাজধানী অরক্ষিত ... সহসা ভেঙ্গে যায় তাঁর সুখ স্বপ্ন। সারি সারি ট্রাক দাঁড়িয়ে। সৈন্য নেই একজনও। তারা গেছে মুজাফ্ফরবাদের হিন্দু বাজার লুঠ করতে ...

কাশ্মীর আক্রমণের সংবাদ ভারত সরকার পায় প্রায় ৪৮ ঘণ্টা পরে। পাক সেনাধ্যক্ষ লণ্ডনে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত মেঃ জেঃ ডগলাস গ্রেসি। ২৪শে অক্টোবর শুক্রবার বিকেল পাঁচটার কয়েক মিনিট পূর্বে গ্রেসি গোয়েন্দা সূত্রে জানতে পারেন যে পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করেছে। তিনি হটলাইন-এ তৎক্ষণাৎ সে সংবাদ জানিয়ে দেন ভারতের সেনাপ্রধান লেঃ জেঃ স্যার রবার্ট লক্হার্টকে, সেনাপতি যথারীতি সে বার্তা পৌঁছে দেন গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও ফিল্ড মার্শাল অচিনলেকের কাছে।

ঐ দিনই মহারাজ হরি সিং ভারত সরকারের নিকট অবিলম্বে সাহায্য চেয়ে SOS পাঠান। ২৫শে অক্টোবর সকালে মন্ত্রীসভার Defence Committee-র বৈঠকে মহারাজের আবেদন বিবেচিত হয়। সিদ্ধান্ত হয়, মহারাজা ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করলেই সামরিক সাহায্য পাঠানো হবে। মহারাজার সঙ্গে আলোচনার জন্য সামরিক বাহিনীর অফিসারদের নিয়ে স্বরাষ্ট্র সচিব ভি.পি. মেনন শ্রীনগর যান। তিনি বিমানবন্দর থেকে মেহেরচাঁদ মহাজনকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজার প্রাসাদে যান। দিল্লীর সিদ্ধান্ত জানানো হলে মহারাজা নিঃশর্তে ভারতে যোগদানে সম্মত হন। পাক বাহিনী রাজধানীর উপকণ্ঠে। মহারাজা ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা বিপন্ন। শ্রী মেনন তাঁকে অবিলম্বে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জম্মুতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে শ্রীনগর ত্যাগ করেন।

বিমানবন্দর থেকে মেনন Defence Committee'র মিটিং-এ যান। তিনি মাউন্টব্যাটেনকে জানান, মহারাজা ভারতে যোগদানে সম্মত। এখনই সাহায্য পাঠানো প্রয়োজন। মাউন্টব্যাটেন বলেন, কাশ্মীরের ভারতভুক্তি না হওয়া পর্যন্ত সেনা পাঠানো উচিত হবে না। তিনি বলেন কাশ্মীরের জনসাধারণের বিভাজনের পরিপ্রেক্ষিতে এই অন্তর্ভুক্তি হবে শর্তসাপেক্ষ। হানাদার বিতারন করে রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর গণভোটের মাধ্যমে বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে।* নেহেরু বিনা প্রতিবাদে এই প্রস্তাবে সম্মতি জানান।

---

* ১৯৪৭ সালের ২৫শে জুলাই দেশীয় রাজন্যবর্গের সভায় লর্ড মাউন্টব্যাটেন বলেন, ১৫ই আগষ্টের পর তাঁরা হবেন স্বাধীন। নিজেদের বিবেচনা অনুযায়ী তাঁরা ভারত অথবা পাকিস্তান যে কোন রাষ্ট্রে যোগদান করতে পারবেন। তাঁদের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত ও প্রশ্নাতীত। Instrument of Accession-এ তাই বলা হয়েছে। তবে কাশ্মীরের ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের প্রশ্নে তিনি "গণভোটের" শর্ত কেন আরোপ করেন? কেনই বা নেহেরু 'এই শর্ত' মেনে নেন? ...

Defence Committee-তে আলোচনা শেষ করেই মেনন মেহের চাঁদ মহাজনকে সঙ্গে নিয়ে জম্মুতে মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাত করে দিল্লীর সিদ্ধান্ত জানালে - হরি সিং Instrument of Accession -এ স্বাক্ষর দিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে একখানি পত্রে দ্রুত সাহায্যের আবেদন জানান।

ভারত সরকার ২৭শে আগষ্ট প্রথম শিখ ব্যাটেলিয়নকে সর্বাগ্রে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। পাক বাহিনী ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে বারমূলায় — রাজধানী শ্রীনগর আর মাত্র ৩৫ কিমি. দূরে। ব্যাটেলিয়ন কমাণ্ডার লেঃ কর্ণেল রণজিৎ রাই বারমুলায় শত্রুকে বাধা দেবার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু শত্রুর সম্মুখীন হয়ে দেখেন সংখ্যায় তারা বহুগুণ শক্তিশালী। তাদের আছে হাল্কা ও মাঝারী ধরণের মেশিনগান ও মর্টার। কিন্তু তাঁর সৈন্য মাত্র ৩২৯ জন, অস্ত্র-শস্ত্র সাধারণ নিম্নমানের। এই ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে বিশাল পাক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার অর্থ হবে আত্মহত্যার সামিল। তাই তিনি পাট্টনে (Pattan) পশ্চাদপসরণ শুরু করেন। আশা ছিল ইতিমধ্যে দিল্লী থেকে আসবে আরও সেনা ও অস্ত্র। তাদের নিয়ে পাট্টনে তিনি শত্রুর মোকাবিলায় সক্ষম হবেন। কিন্তু পশ্চাদপসরণের সময় যুদ্ধে তিনি নিহত হন। অসম সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি শত্রুর অগ্রগতি রোধ করতে পেরেছিলেন। এই জন্য তাঁকে মরণোত্তর "মহাবীরচক্র" উপাধি দেওয়া হয়।

কাশ্মীরে সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনা যে শৌর্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছে — যুদ্ধের ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু মুসলিম সেনারা যদি ধর্ষণ, হত্যা ও লুণ্ঠনে মত্ত না হত, তবে শ্রীনগরের পতন হয়তো রোধ করা যেত না। ভারতীয় বাহিনী শ্রীনগর পৌঁছানোর পূর্বেই পাকিস্তানের কাশ্মীর জয় সম্পূর্ণ হত। লেঃ কর্ণেল রণজিৎ রাই নিহত, মুষ্টিমেয় ভারতীয় সেনা ছত্রভঙ্গ। শ্রীনগরের পথ উন্মুক্ত বাধাহীন। কিন্তু পাক বাহিনী রাজধানীর পথে অগ্রসর না হয়ে হানা দেয় বারামূলার মিশনারী কনভেন্টে Franciscan Missionaries of Mary. পাঠান সৈন্যরা তৃপ্ত করে ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের মজ্জাগত অতৃপ্ত বাসনা। কনভেন্ট লুঠ করে ধর্ষণ ও হত্যা করে নান ও হাসপাতালের রোগিনীদের (... the Pathans in Barmula were giving vent to their ancient appetites for rape and pillage. They violated the nuns, massacred the patients in their little clinic...)[1] ধুলিসাৎ হয় মহম্মদ আলি জিন্নার কাশ্মীর বিজয়ের স্বপ্ন।

1. Collins and Lapierre - Freedom at Midnight – P-357

প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধ

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্বে ও পরে পঃ পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয় হিন্দু-শিখ নিধন যজ্ঞ। জলস্রোতের ন্যায় উদ্বাস্তুরা আসে দিল্লীতে। সদ্য আসা স্বজনহারা, সর্বহারা উদ্বাস্তুদের মনে রয়েছে হত্যা ও অত্যাচারে ভয়ংকর স্মৃতি। তদুপরি দিল্লীর মুসলমানদের হিন্দুবিরোধী প্ররোচনামূলক বিবৃতি পরিস্থিতিকে করে অগ্নিগর্ভ। পণ্ডিত নেহেরু মাউন্টব্যাটেনের নিকট আত্মসর্মপণ করেন — তাঁর হাতে অর্পণ করেন চূড়ান্ত সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ক্ষমতা (Executive powers)। Collins and Lapierre এর তির্যক মন্তব্য — "তিন দশকের সংগ্রাম কত ধর্মঘট হরতাল, গণ আন্দোলন, বিলেতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব, সর্বোপরি মাত্র তিন সপ্তাহের স্বাধীনতার পর, ভারত পুনরায় শাসন করছে একজন ইংরেজ"। (After three decades of struggle, after years of strikes, mass movements, after all the bonfires of British Clothes; above all after barely three weeks of independence, India was once again for one last moment being run by an Englishman.)[1]

লর্ড মাউন্টব্যাটেন এখন কার্যতঃ ভারতের সর্বোচ্চ প্রশাসক (Chief Executive)। স্ত্রী লেডি মাউন্টব্যাটেনের প্রণয়াসক্ত নেহেরু তাঁর একান্ত অনুগত। উভয়ে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি নিয়ে এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ভারতে যোগদানের প্রস্তাব গ্রহণ করে লর্ড মাউন্টব্যাটেন মহারাজাকে জানান - আমার সরকার আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করছে। আমার সরকারের নীতি হল — সংযুক্তির বিষয়টি যদি বিতর্কিত হয়, তবে রাজ্যের জনগণের ইচ্ছানুসারেই তা নির্ধারিত হবে। কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সামরিক পরিস্থিতি অনুকূল নয় বুঝে জিন্না কাশ্মীর সমস্যা আলোচনার জন্য মাউন্টব্যাটেন ও নেহেরুকে লাহোরে আমন্ত্রণ জানান। মাউন্টব্যাটেন ও নেহেরু লাহোর যেতে ছিলেন একান্ত আগ্রহী। প্রবল আপত্তি জানান সর্দার প্যাটেল ও স্বরাষ্ট্রসচিব ভি.পি.মেনন। প্যাটেল বলেন পাকিস্তান আক্রমণকারী। এই অবস্থায় লাহোর যাওয়ার অর্থ হবে তোষণনীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া। অবশেষে গান্ধীর মধ্যস্থতায় স্থির হয় যে মাউন্ট ব্যাটেন একাই যাবেন লাহোরে।

১লা নভেম্বর লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও লর্ড ইসমে লাহোরে জিন্নার সঙ্গে বৈঠকে রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে গণভোটের প্রস্তাব করেন। জিন্না দাবি করেন উভয় রাষ্ট্রের গভর্ণর জেনারেলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হোক গণভোট। ব্যর্থ হয় লাহোর বৈঠক। ২রা নভেম্বর (১৯৪৭) পণ্ডিত নেহেরু বেতার ভাষনে বলেন ঃ রাজ্যে আইনের শাসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার

1. Ibid - P-316

পর কোন আর্ন্তজাতিক সংস্থা যেমন রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে গণভোট নিতে তিনি প্রস্তুত (He declared his readiness, when peace and the rule of law had been established, to have a referendum* held under some such international auspices as that of the United Nations)[1]

*Sir J. N. Sarkar বলেছেন — হিন্দুর সৃজনী চিন্তার অভাব এবং উচ্চবর্ণের চিন্তার সংকীর্ণতা মুসলিম রাজত্বের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক পরিণাম — The barrenness of the Hindu intellect and the meanness of spirit of the Hindu upper classes are the greatest condemnation of Muhammadan rule in India.–History of Aurangzib, Vol.-III,P-171

স্বাধীন ভারতে বুদ্ধিজীবির অভাব খুবই প্রকট। Intellectual বা বুদ্ধিজীবী বলতে সাধারণতঃ বলা হয়, যারা বুদ্ধির সাহায্যে জীবিকা অর্জন করেন — who earn their living by intellect. কিন্তু শুধু মানুষ নয় — মনুষ্যেতর প্রাণীরও যথেষ্ট বুদ্ধি আছে;তবে তো সকলেই বুদ্ধি জীবী। অভিধানে Intellect ও Intellectual-এর সংজ্ঞা দেওয়া আছে এই ভাবে —

ক) Intellect — The mind in reference to its rational power – যুক্তিবাদী বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন মন।

খ)Intellectual— Having the power of understanding endowed with superior intellect, সহজাত উৎকৃষ্টতর বুদ্ধি ও মেধা।

গ) Intellectualism– The doctrine that all knowledge is derived from pure reason — জ্ঞান যেখানে বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ হতে আহৃত। যতই পাণ্ডিত্য থাক না কেন, যাদের সত্য-নিষ্ঠা নেই, আছে দলীয় আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, যারা মতান্ধ, ভণ্ড, প্রতারক (fraud and crook) তাদের বুদ্ধিজীবি বলা যাবে না।

এদেশে যথার্থ বুদ্ধিজীবির অভাব থাকলেও স্ব-ঘোষিত কম্যুউনিস্ট বুদ্ধিজীবিদের প্রাচুর্য উদ্বেগজনক। কারণ, ইসলামের ন্যায় মার্কসবাদও হিন্দু-বিদ্বেষী ও জাতীয়তা বিরোধী। বস্তুত মার্কসবাদের ভিত্তিটাই অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই মাত্র শতবর্ষের মধ্যেই মার্কসবাদের এই কলঙ্কজনক অবলুপ্তি। সত্য মার্কসবাদীদের চির বৈরী। শেখ আবদুল্লার জীবনীকার ও Kashmir : The wounded valley-র রচয়িতা (হিন্দুর ব্যাথা-বেদনা নিয়ে এরা লেখনী ধরেন না।) শ্রী অজিত ভট্টাচার্য এই শ্রেণীর একজন বুদ্ধিজীবি। Humara Quaishi-র সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার "Restore autonomy originally enjoyed by J & K" এই শিরোনামে The Times of India : 3-9-2008 প্রকাশিত হয়।

শ্রী ভট্টাচার্য বলেন — অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হবে এই শর্তেই কাশ্মীর ভারতে যোগদান করেছে। মুসলমানরা পাক আক্রমণ প্রতিরোধে ভারতীয় সেনাদের যে সাহায্য করেছে — তিনি তার প্রত্যক্ষদর্শী (It acceded to India on Oct. -27, 47 on the condition of being given internal autonomy......... Muslims helped Indian troops resist Pakistan).

এই পুস্তিকায় ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে অন্য দেশীয় রাজ্যগুলির (৫২৮টি) ন্যায় কাশ্মীর বিনা শর্তে ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে। গণভোটের শর্ত আরোপ করেন নেহেরু-মাউন্টব্যাটেন

1. V. P. Menon – The Story of the Integration of the Indian States - P-387.

প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধ

সর্দার প্যাটেল ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলদেব সিং ৩রা নভেম্বর শ্রীনগরে কাশ্মীর রণাঙ্গনের সেনাধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার এল.পি. সেনের সঙ্গে সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। মেজর জেনারেল কলাবন্ত সিংকে অবিলম্বে বারামূলা পুনর্দখলের নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রবল যুদ্ধের পর ৮ই নভেম্বর ভারতীয় বাহিনী এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাটি দখল করে। পাক সেনাদের বর্বর অত্যাচারে এই ক্ষুদ্র শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত। লোক সংখ্যা ছিল ১৪০০০। নির্বিচার হত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষণের পর অবশিষ্ট ছিল মাত্র ১০০০। মহিলা নেই একজনও। (... out of a normal population of 14000 only one thousand were left. The devastation by the raiders was indeed ghastly, reminiscent of Nadir Sah's sacking of Delhi. A number of foreign correspondents bore testimony to the arson and pillage, loot and rape which had been indulged in by the tribesmen in Baramula.)[1] বিদেশী সাংবাদিকদের মতে বারামূলায় পাক সেনার অত্যাচার দিল্লীতে নাদিরশাহী বর্বরতার সঙ্গে তুলনীয়।

ভারতীয় বাহিনীর বিজয় রথ দুর্বার বেগে এগিয়ে চলে। অপ্রতিরোধ্য তার গতি। পাক বাহিনী ছত্রভঙ্গ বিধ্বস্ত। সব ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে। ১১ই নভেম্বর ভারত বিনাযুদ্ধে দখল করে ঘাঁটি উরি (Uri), মেজর জেনারেল কে. এস. থিমাইয়া লাদাখ থেকে পাক সেনাকে বিতাড়িত করেন। পুঞ্চ দখল মুক্ত করেন আত্মা সিং। সামরিক ইতিহাসে প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধ "জওয়ানদের যুদ্ধ" বা "Battle of the Jawans" নামে খ্যাত। কিন্তু

জুটি। সমর্থন করে কম্যুউনিস্টরা। কিন্তু গণভোট নেওয়া হল না কেন ...?

মহারাজা হরি সিং-এর মুসলমান প্রজারা যদি পাক হানাদারীর বিরোধী হত — তবে ভি.পি. মেনন-এর পরামর্শে তাকে হিন্দু প্রধান জম্মুতে যেতে হত না।

শ্রী ভট্টাচার্য বলেন — There is a sense of alienation among Kashmiri Muslims। খুবই স্বাভাবিক। মুসলমান বিদেশী। তাদের মধ্যে তো ভারত ও ভারতবাসীর সঙ্গে একাত্মতা বোধ থাকতে পারে না।

Alien থেকে Alienation. Alien পদটির অর্থ হল বিদেশী। মুসলমানের ধর্ম, ভাষা, শিক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ইতিহাস, রীতি-নীতি, সব কিছুরই উৎপত্তি আরবে। কোন অহিন্দু ইসলামে ধর্মান্তরিত হলে নিমেষে তার "আরবিকরণ" সম্পূর্ণ হয়। নোবেল জয়ী সাহিত্যিক ভি. এস. নাইপল তাঁর Beyond Belief গ্রন্থে বিষয়টি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এদেশের মুসলমানের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হবে কেন? তাদের মধ্যে এই "বিরুদ্ধ" বা "স্বাতন্ত্র্য" ভাবটি প্রবল ভাবে সদাই বিরাজমান। তাই তো তারা ভারত ভাগ করে গড়েছে পাকিস্তান — ইসলামের দেশ — তাদের স্বদেশ।

---

1. Ibid - P-388

রণক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সাফল্য ব্যর্থ হয় রাষ্ট্রের কর্ণধারদের বিশ্বাসঘাতকতায়।

২১শে নভেম্বর নেহেরু পার্লামেন্টে এক বিবৃতিতে পুনরায় বলেন - – কাশ্মীরের জনগণকে রাষ্ট্রসংঘের তদারকিতে তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সুযোগ দেওয়া হবে। (... he reiterated his promise that the people of Kashmir would be given the chance to decide their future under the supervision of an impartial tribunal such as the U.N.O.)[1]

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে Joint Defence Council-এর বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লী আসেন পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খাঁ। নেহেরু-লিয়াকত আলোচনায় স্থির হয়-

ক) যুদ্ধ বিরতি ও কাশ্মীর ছেড়ে আসার জন্য আজাদ কাশ্মীর সেনাবাহিনীকে রাজী করাতে পাকিস্তান সরকার যথাশক্তি চেষ্টা করবে।

খ) অতঃপর রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থাপনায় গণভোটের জন্য উভয় সরকার (ভারত - পাকিস্তান) রাষ্ট্রসংঘের নিকট আবেদন করবে।

চুক্তিপত্রের কালি শুকোবার পূর্বেই লিয়াকত আলির কণ্ঠে ধ্বনিত হয় জেহাদের আহ্বান। দিল্লী থেকে করাচী ফিরে গিয়ে তিনি দলে দলে কাশ্মীর অভিযানে অংশ নেওয়ার জন্য মুসলিম ভাইদের কাছে আবেদন জানান। তাঁর দৃপ্ত ঘোষণা — পাকিস্তান কখনও কাশ্মীর ত্যাগ করবে না। (... that no sooner had Liaqat Ali returned to Karachi from Delhi than he encouraged more raiders to enter Kashmir and made speeches to the effect that Pakistan would never give up Kashmir.)[2] পাকিস্তানের এই দ্বি-চারিতা ও প্রকাশ্য বৈরিতায় নেহেরুর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের প্রভাব তাঁর উপর খুবই ক্রিয়াশীল। নেহেরুর দুর্বলতা কোথায় তা জিন্না-লিয়াকত আলির অজানা নয়। এই ঘটনার পরেও লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে নেহেরু লাহোর গিয়ে জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করেন।* লাহোর বৈঠক পুনরায় ব্যর্থ হয়।

* হাজার বছরের মুসলিম শাসন, দেশব্যাপী দাঙ্গার মাধ্যমে পাকিস্তান গঠনের ইতিহাস ও ক্ষমতা হস্তান্তরের ২ মাসের মধ্যে কাশ্মীর আক্রমণ — এই পরিপ্রেক্ষিতেই পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বিচার্য। আন্তর্জাতিক রীতি নীতি, কূটনীতি, কোন নিরিখেই যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় লাহোর যাওয়া এমন কি পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনাও অনুমোদন যোগ্য নয়।

1. Ibid - P-388
2. Ibid - P-389

এরপর লর্ড মাউন্টব্যাটেন গান্ধী-নেহেরুকে বলেন কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হল রাষ্ট্রসংঘের দ্বারস্থ হওয়া। তীব্র আপত্তি জানান মন্ত্রী সভার সদস্যগণ। কিন্তু সম্মত হন নেহেরু। ১৯৪৭ সালে ৩১শে ডিসেম্বর ভারত সরকারিভাবে কাশ্মীরে গণভোটের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের নিকট আবেদন জানান। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে রাষ্ট্রপুঞ্জ নিযুক্ত কমিশন নয়াদিল্লী ও করাচী পরিদর্শন করে। অতঃপর ভারত সরকার সেনাধ্যক্ষ রায় বাউচারকে নির্দেশ দেন যে, পাক সেনাধ্যক্ষ Sir Doglus Gracey-কে জানিয়ে দেওয়া হোক যে পাকিস্তান রাজী হলে ভারত যুদ্ধ বিরতি চায়। ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী মধ্যরাত্রি হতে যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয়। (The Govt. of India directed their commander-in-chief, Sir Roy Bucher to inform Sir Doglus Gracey, commander-in-chief of Pakistan, that the Indian troops would cease fire, provided the commander-in-chief of Pakistan could give an assurance of immediate effective reciprocal action on his part which he did. A cease fire was ordered by both Army Commanders to take effect from midnight of 1-jan-1949)[1]

নেহেরু সরকারের এই সিদ্ধান্তে কাশ্মীর রণাঙ্গনে সেনাবাহিনী ক্ষুব্ধ হয়। নেহেরু তা অনুমান করতে পেরেছিলেন। তাই "দিল্লীর সদর দফতর থেকে সৈন্য, রসদ ইত্যাদি পাঠানো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এ সত্ত্বেও যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে সাফল্য অব্যাহত রাখে, তখন সদর দফ্তর থেকে গতিপথ পরিবর্তনের অবিশ্বাস্য নির্দেশ আসে, যাতে পাকিস্তানের হানাদাররা পরাজয় থেকে অব্যাহতি পায়। .... বিজয়ের পরিবর্তে আসে অচলাবস্থা। এ সবের ব্যাখ্যা সীমাহীনভাবে লজ্জাজনক।" — লিখেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ন্তজাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক শ্রী জয়ন্ত কুমার রায় (আনন্দবাজার, ২২-৬-১৯৯৯)।

কাশ্মীরের প্রায় অর্ধাংশ তখনও পাকিস্তানের অধিকারে। কিন্তু রণক্ষেত্রের সর্বত্রই ভারত পাল্টা আক্রমণ করে এগিয়ে চলেছে, সামরিক অবস্থা অনুকূলে, বলেছেন শ্রী মেনন। (By this time, let me add, the initiative was definitely in our favour along the entire front.)[2] এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসংঘের নিকট গণভোটের আবেদন পাকিস্তান প্রথম করেনি — করেছে ভারত। যুদ্ধ বিরতির উদ্যোগ নিয়েছে

1. Ibid - P-393
2. Ibid – P-394

ভারত। পাকিস্তান নয়। শত্রু যখন পলায়মান, জয় নিশ্চিত, তখন বিজয়ী শক্তি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে, এরকম ঘটনা যুদ্ধের ইতিহাসে বিরল। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই পর্বতপ্রমাণ ভ্রান্তি কি কোন গোপন গূঢ় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত?

খণ্ডিত ভারতের যোগ্যতম প্রথম স্বরাষ্ট্রসচিব ভি.পি. মেনন তাঁর The Story of the integration of the Indian States গ্রন্থে বলেছেন, ভারত বারংবার উঃপঃ সীমান্ত দিয়ে বিদেশী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। পাকিস্তান তার জন্মের ২ মাসের মধ্যে সেই উঃ পঃ সীমান্ত পথেই আক্রমণ করেছে ভারত। মাতৃভূমির নিরাপত্তার জন্যই কাশ্মীরকে সুরক্ষিত করা প্রয়োজন। তিনি জাতিকে সতর্ক করে বলেছেন ঃ আজ শ্রীনগর, আগামীকাল দিল্লী। যে জাতি তার ইতিহাস অথবা ভূগোল বিস্মৃত হয়, তার বিনাশ আসন্ন। (Srinagar today, Delhi tomorrow. A nation that forgets its history or geography, does so at its peril)[1] তাঁর হুঁশিয়ারি আজ সত্য বলে প্রমাণিত।

গান্ধী - নেহেরুর সহজাত মুসলিম প্রেম ও হিন্দু-বিদ্বেষ নীতির পরিণাম ধর্ম ও জাতির ভিত্তিতে ভারত বিভাগ। পাকিস্তানের দৃষ্টিতে কাশ্মীর যুদ্ধ হল পাকিস্তান আন্দোলনের অসমাপ্ত অধ্যায়ের অংশ বিশেষ। ৪ঠা নভেম্বর এক বেতার ভাষণে লিয়াকত আলি খাঁ বলেন, ১৮৪৬ সালে যে কলঙ্কিত অমৃতসর চুক্তির বলে (গুলাব সিং) কাশ্মীরের অধিকার পেয়েছে তা অবৈধ ও অনৈতিক (This was followed on 4 Nov. by a broadcast from Lahore by Liaqat Ali Khan. He laid stress on the immoral and illegal ownership of Kashmir resulting from the "Infamous Amritsar Treaty of 1846)[1]

শেখ আবদুল্লাও অমৃতসর চুক্তির সমালোচনা করেছেন। কাশ্মীরে মুসলিম রাজত্বের (বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা প্রাপ্ত) অবসান ও হিন্দু রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা মুসলমান মেনে নিতে পারে নি। হিন্দু মহারাজা হরি সিং-এর বিরুদ্ধে শেখ আবদুল্লার আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কাশ্মীরে মুসলিম রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। একই উদ্দেশ্যে কাশ্মীরে পাকিস্তানী আক্রমণ।* প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ছিলেন আবদুল্লার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও রাজনৈতিক পরামর্শদাতা। নেহেরু ও মাউন্টব্যাটেনের গোপন ষড়যন্ত্রে ভারতের উদ্যোগে কাশ্মীরে

* অর্ধ শতাব্দী পরে কাশ্মীরের All Party Huryat Conference (মুসলিম জেহাদী গোষ্ঠী সমূহের রাজনৈতিক সংগঠন)-এর নেতা সৈয়দ আলী শা গিলানী বলেন ঃ জম্মু কাশ্মীরে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও ইসলামিক রাজত্বের প্রতিষ্ঠায় APHC অঙ্গীকার বদ্ধ। (The APHC is committed to propagating Islam and create an Islamic Society in Jammu and Kashmir - Hindustan Times: 29-6-01

1. Ibid – P-387

যুদ্ধ বিরতি, ব্যর্থ হয় সহস্র জওয়ানের মহৎ আত্মবলিদান। কাশ্মীর তাই আজও রক্তাক্ত ...।

কাশ্মীর যুদ্ধে নেহেরুর ভূমিকা ঃ-

ভারতবর্ষের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবাদপ্রতিম ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন, "হিন্দুর সৃজনী চিন্তার অভাব এবং উচ্চবর্ণের সংকীর্ণতা মুসলিম রাজত্বের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক পরিণাম (The barrenness of the Hindu intellect and the meanness of the Hindu upper classes are the greatest condemnation of Muhammadan rule in India.)[1] - এ যুগের ক্ষণজন্মা চিন্তানায়ক নীরদ চন্দ্র চৌধুরী বোধ হয় বুদ্ধি-বৃত্তি ও চিন্তার এই দৈন্যকে কটাক্ষ করে বলেছেন ঃ আমাদের দেশে একটা ভাল মানুষির ধারা আছে। এই নিরীহ ভালমানুষি কোন অপ্রীতিকর গণ্ডগোল, কোন প্রবল ঘাত-প্রতিঘাত, কোন নির্ভীক সত্য ভাষণ সহ্য করিতে পারে না। উহার এক কাজ নীতি কথা কপচাইয়া 'চাপা দাও" "চাপা দাও" এই চীৎকার করা।[2] কাশ্মীর যুদ্ধের এই লজ্জাজনক পরিণতির জন্য কেহ কেহ ব্রিটিশ সরকারকে দায়ী করেন। তাঁদের মতে সরলমতি* নেহেরু ব্রিটিশ সরকারের চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। '৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ব্রিটিশ-ভারত বিভক্ত হয় - সৃষ্টি হয় ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের। তখনও ভারতে স্বাধীন দেশীয় রাজ্য ছিল ৫২৯টি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্বরাষ্ট্র সচিব ভি.পি. মেননকে নিয়ে ৫২৮টি দেশীয় রাজ্যকে ভারতভুক্ত করেন। কিন্তু 'কাশ্মীরের" দায়িত্ব নেহেরু নিজের হাতে রাখেন। সমস্যার সূত্রপাত সেখানেই। তিনি সম্যক অবহিত যে মিঃ জিন্নার লোলুপদৃষ্টি রয়েছে কাশ্মীরের প্রতি। কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগকে হয় তিনি নিষ্ক্রিয় করে রেখেছেন, অথবা তাদের প্রদত্ত Report তিনি গোপন রেখেছেন। ২৫শে আগষ্ট পাকিস্তানের প্রভাবশালী Dawn পত্রিকা মহারাজা হরি সিংকে হুঁশিয়ারী দেয় যে, কাশ্মীর পাকিস্তানে যোগ না দিলে পরিণাম হবে ভয়াবহ। কিন্তু ভারত সরকারের

* ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে - ফেব্রুঃ - মার্চ, ১৯৪৭। নেহেরু অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী। পশ্চিম পাকিস্তানে শুরু হয় নির্বিচার হিন্দু-শিখ হত্যা। নেহেরু রাওয়ালপিণ্ডি পরিদর্শন করে মন্তব্য করেছেন ঃ- ভয়াবহ দৃশ্য আমি দেখেছি, শুনেছি মানুষের হিংস্র আচরণ - যা বন্য বর্বরদেরও লজ্জা দেয়। (I have seen ghastly sights and have heard of behaviour by human beings which would degrade brutes.)[3] দেশভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলমান প্রায় ২৫ লক্ষ হিন্দু শিখকে হত্যা করে। ধর্ষিতা হয় লক্ষ হিন্দু নারী। এই দানবীয় হত্যাকাণ্ডের পর নেহেরু বলেন আমরা

1. Sir J. N. Sarkar – History of Aurangzeb - Vol. - III - P - 171
2. নীরদ চন্দ্র চৌধুরী — আমার দেশ আমার শতক — পৃঃ ৮৩
3. R. C. Majumder - History of the freedom movement in India - Vol-III – P-655

কোন প্রতিক্রিয়া নেই। দেশভাগের পর ভারতের সেনাবাহিনী তিনটি আঞ্চলিক কমাণ্ড-এ বিভক্ত হয় — Eastern, Western and Southern. স্থল - বিমান ও নৌশক্তিতে ভারত পাকিস্তান অপেক্ষা কয়েকগুণ শক্তিশালী। তা সত্বেও কাশ্মীরে যুদ্ধ চলেছে প্রায় এক বৎসর দুই মাস। এবং তার পরেও কাশ্মীরের প্রায় অর্ধাংশ পাকিস্তানের অধিকারে। অথচ সদ্যসমাপ্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, Biltz Krieg বা ঝটিকা আক্রমণে মহাশক্তিধর দেশের বিরুদ্ধেও অসাধারণ সাফল্য লাভ করা সম্ভব। তবে কাশ্মীর রণাঙ্গনে এরূপ বিপর্যয়ের কারণ? সেনাবাহিনীর ব্যর্থতা অথবা নেহেরু সরকারের যুদ্ধ পরিচালনা ও উদ্দেশ্য?

কাশ্মীরের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের আগ্রাসী পরিকল্পনা সম্বন্ধে ভারত সরকারের অনবহিত থাকার কথা নয়। অথচ সরকারের অসামরিক ও সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ এ সম্বন্ধে কোন সংবাদ সংগ্রহ করেনি। আক্রমণের ৪৮ ঘন্টা পরে পাক সেনাধ্যক্ষের মারফত ভারত সরকার সংবাদ পায় যে কাশ্মীর আক্রান্ত! ....

এর পরেও ভারত সরকার নিষ্ক্রিয় থাকে। মহারাজা হরি সিং সাহায্যের জন্য জরুরী আবেদন পাঠালেও (SOS) তা অগ্রাহ্য করা হয়। কারণ, কাশ্মীর ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান না করা পর্যন্ত ভারত সরকার আইনত সেখানে সৈন্য পাঠাতে পারে না। হাস্যকর অজুহাত। আক্রান্ত দেশকে সাহায্য করার অধিকার আর্ন্তজাতিক আইন ও রীতিসম্মত। ২৪শে অক্টোবর ভারত সরকার কাশ্মীর আক্রমণের সংবাদ পায়। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় সেদিন সন্ধ্যায়ই Defence Committee'-র বৈঠক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রায়

যখন দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, 'তখন আমাদের মধ্যে কেহই ভাবতে পারেনি যে, দেশ ভাগের পর এই রকম "পারস্পরিক হত্যার সন্ত্রাস" (terror of mutual killing - মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুকেও সমভাবে অভিযুক্ত করার এ এক গান্ধীবাদী অপপ্রয়াস। উদ্দেশ্য মুসলমানের অপরাধকে লঘু করে দেখানো) সৃষ্টি হবে। বরং এই ঘটনা এড়ানোর জন্যই দেশভাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। (When we decided on partition, I do not think any of us even thought that there would be this terror of mutual killing after partition. It was in a sense to avoid that we decided on partition – Rafiq Zakaria - Hindustan Times - 13.1.2002).

ইংরেজ রাজত্বে নেহেরু সরকারের শাসনেই যদি মুসলমান হিন্দুর ওপর হেন নৃশংস অত্যাচার করতে পারে –- তবে ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে, হিন্দু নিরাপদে পরম সুখে বাস করবে এরকম মনে করার কোন সঙ্গত কারণ আছে কি ? কোরানের শিক্ষা, সহস্র বৎসর ব্যাপী মুসলমানের পৈশাচিক অত্যাচার, গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত ১৯২০ সালের খিলাফত আন্দোলনে হাজার হাজার হিন্দু হত্যা, '৪৬ সালের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (Direct Action) ও নোয়াখালি কি সেই সাক্ষী দেয়?

গান্ধী-নেহেরুর গুণমুগ্ধ কম্যুনিস্ট বিদ্দজ্জনেরা সে প্রশ্ন করেন না। প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধে ও নেহেরুর ভূমিকা করেন না বিশ্লেষণ। কিন্তু স্তবগানে তাঁরা মুক্তকণ্ঠ।

১৬/১৭ ঘন্টা পর ২৫শে অক্টোবর সকালে সে বৈঠক হয়। এখানে উল্লেখ্য, কাশ্মীরের ভৌগলিক অবস্থানের কথা মনে রেখে ভারত সরকারের অবশ্য কর্তব্য ছিল রাজ্যটির ভারতে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়া।

আক্রমণের ৫ দিন পর ভারত সরকার লেঃ কর্ণেল দেওয়ান রণজিৎ রাইয়ের নেতৃত্বে মাত্র এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য কাশ্মীরে পাঠায় - সংখ্যায় তারা মাত্র ৩২৯ জন; অস্ত্র-শস্ত্র অতি সাধারণ। অথচ ক্ষুদ্র পাকিস্তানের বিশাল হানাদার বাহিনী ছিল উন্নতমানের আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত।

অথচ, ইচ্ছে করলে এই সময়ের মধ্যে ভারত সরকার পর্যাপ্ত সমরোপকরণসহ কয়েক ডিভিশন সৈন্য কাশ্মীরে মোতায়েন করতে পারত। নেহেরু সরকার যুদ্ধের কোন পর্যায়েই কাশ্মীর রণাঙ্গনে পর্যাপ্ত সৈন্য পাঠায়নি। যদি পাক বাহিনী ধর্ষণ-হত্যা-লুণ্ঠনে কালক্ষেপ না করত তবে কাশ্মীরের পতন ছিল অনিবার্য।

কাশ্মীরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র Western Command-কে নিয়োজিত করা হয়। পাল্টা আক্রমণের (Counter Offensive) কোন পরিকল্পনা ছিল না। সে কারণেই পাঞ্জাব ও রাজস্থানে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা হয়নি। বিমান বাহিনীকে নিয়োগ করা হয় - শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের সাহায্য ও রসদ সরবরাহের কাজে। মূল পাক ভূ-খণ্ডে আক্রমণ থেকে বিরত রাখা হয়। নৌ-বাহিনীকেও ব্যবহার করা হয়নি। এ সকলই কিন্তু রণনীতির বিরোধী। শত্রুকে পাল্টা আঘাত করে যুদ্ধকে শত্রুভূমিতে নিয়ে যাওয়া হল রণশাস্ত্রের প্রথম শর্ত। কাশ্মীরে যুদ্ধ হয়েছে আত্মরক্ষামূলক (Defensive)- তাও পরিকল্পিতভাবে ধীর গতিতে। অবশেষে নিশ্চিত জয়ের মুখে কাশ্মীর বিরোধকে পাঠানো হয় রাষ্ট্রসংঘে। অথচ সরকারের নির্দেশ পেলে ভারতের সামরিক বাহিনী ৩/৪ সপ্তাহের মধ্যে কাশ্মীর হানাদারমুক্ত করে দখল করতে পারত পাকিস্তানের বিরাট ভূ-খণ্ড। রাষ্ট্রসংঘ নয় - শান্তি বৈঠক হত পাকিস্তানের রাজধানীতে।

নেহেরু ছিলেন উচ্চাভিলাষী। কিন্তু নিজের যোগ্যতা বা জনপ্রিয়তা নয় — গান্ধীর সাহায্যেই তিনি কংগ্রেস সভাপতি হয়েছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীত্ব ছিল তাঁর স্বপ্ন। তার জন্য যে কোন মূল্য দিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। Lady Mountabatten-এর প্রণয়ী* নেহেরু Lord Mountbatten- এর সমর্থনের ব্যাপারে ছিলেন নিশ্চিত।

*** প্রফুমো - কীলার কেলেঙ্কারি —**

৬০-এর দশক। ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ মন্ত্রী লর্ড প্রফুমো। একদিন সংবাদপত্রে একটি খবর বের হল, আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্না লাস্যময়ী ক্রিস্টান কিলার এক রাত্রে লর্ড প্রফুমোর শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে। অভিযোগ, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে। প্রফুমো সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করেন।

তবু শঙ্কা ছিল অন্তরায় হতে পারেন জিন্না। ধূর্ত নেহেরু জিন্নাকে তুষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই তিনি দ্বিজাতিতত্ত্ব স্বীকার করে সম্মত হন ভারত বিভাগে। জিন্নার দাবি ছিল বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীর। বাংলা ও পাঞ্জাবের অর্ধাংশ পেতে জিন্নার অসুবিধা হয়নি। সমস্যা সৃষ্টি করে কাশ্মীর। পাকিস্তান আক্রমণ করলে মহারাজা হরি সিং ভারতে যোগদান করেন। মাউন্টব্যাটেন অবশ্য তাঁকে পূর্বেই বলেছিলেন, যে তিনি ইচ্ছা করলে পাকিস্তানেও যোগ দিতে পারেন। নেহেরুর পরামর্শ ব্যতীত মাউন্টব্যাটেন তাঁকে এরূপ পরামর্শ দিতে পারেন না। মহারাজা হরি সিং ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করতে চাইলেও নানা প্রশ্ন তুলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। অবস্থাগত প্রমাণে (circumstantial evidence) একথা নিশ্চিত বলা যায় যে, জিন্নার সঙ্গে নেহেরুর গোপন সমঝোতা ছিল; এবং কাশ্মীরকে হানাদার মুক্ত করতে

প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলান হাসপাতালে। সেখান থেকেই রাণীর কাছে পাঠিয়ে দেন মন্ত্রীসভার পদত্যাগ পত্র।

ক্লিন্টন — মনিকা লিউস্কি —

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দোর্দণ্ডপ্রতাপ জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন। সংবাদপত্রের খবর - হোয়াইট হাউসের ষ্টাফ মনিকা লিউস্কির সঙ্গে প্রেসিডেন্টের রয়েছে অবৈধ সম্পর্ক। ক্লিন্টনের নিন্দায় আমেরিকা তোলপাড় ...। অবশেষে ক্লিন্টন অপরাধ স্বীকার করে দেশবাসীর নিকট মার্জনা ভিক্ষা করলে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়।

নেহেরু — লেডি মাউন্টব্যাটেন —

আর ভারতে, নারীবিলাসী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এক বিদেশিনীর প্রণয়াসক্ত - যিনি গভর্ণর জেনারেলের পত্নী। ভি.কে. কৃষ্ণমেনন বলেন, নেহেরু ছিলেন এডুইনার kept। মোগল গার্ডেনসের আলো আঁধারে এডুইনা - নেহেরুর গোপন অভিসার, সুইমিং পুলে জল - কেলী — শয়ন কক্ষে নিভৃতে নিবিড় সান্নিধ্য ...। মাউন্টব্যাটেন দুহিতা পামেলার লেখা থেকে জানা যায়, মাউন্টব্যাটেন বিষয়টি জানতেন। বাধা দেননি, বরং প্রশ্রয় দিয়েছেন শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ....। তাই তো তিনি ভারত ভাগ করেও গান্ধী - নেহেরুর অনুরোধে খণ্ডিত স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। ব্রিটিশ জেনারেল ফিল্ডমার্শাল অচিনলেককে করা হয়েছে স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। ভারতের স্বার্থবিরোধী আরও যে কত গোপন চুক্তি হয়েছে - তা কোনদিনই প্রকাশ পাবে না। কিন্তু এ নিয়ে এদেশে একটিও পাতাও নড়ে নি। বুদ্ধিজীবিরা নীরব। পূর্বেই বলা হয়েছে হাজার বছর ব্যাপী ভয়ংকর মুসলিম দুঃশাসনে ভারতে স্বাধীন মুক্ত চিন্তার কোন অবকাশ ছিল না। ইংরেজদের আগমনে তমসা দূর হয়ে হল নব অরুণোদয়। আবির্ভাব হল রামমোহন - বিবেকানন্দ-বঙ্কিমচন্দ্র - রবীন্দ্রনাথ - বিদ্যাসাগর - স্বামী দয়ানন্দের ন্যায় মনীষীদের। কিন্তু গান্ধীর আর্বিভাবে পুনরায় রুদ্ধ হল মুক্ত চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা। যুক্তিবাদ নয়, স্তুতিবাদকে সর্বপ্রকার উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হয়। নেহেরু গান্ধী পরিবারের শাসনে সেই ধারাটি আরও পুষ্ট হয়েছে। তাই অন্ধ চাটুকার স্তাবকের দল রচনা করে কত গান্ধী - নেহেরু প্রশস্তি ; ভূষিত হয় সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানে।

সামরিক অভিযানের পরিকল্পিত ব্যর্থতা সেই নিরিখেই বিচার্য। তবেই কাশ্মীরকে নিজের অধীন রাখা, গোয়েন্দা বিভাগকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা, সেনা পাঠাতে অকারণ বিলম্ব, মহারাজার ভারতে যোগদানের প্রস্তাব গ্রহণে টালবাহানা, যুদ্ধ চলাকালীন লাহোরে জিন্নার সঙ্গে আলোচনা, যুদ্ধে সেনাবাহিনীর অভিযানের গতিপথ পরিবর্তন ও অস্ত্র শস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করা এবং সর্বশেষ কাশ্মীরের প্রায় অর্ধাংশ পাকিস্তানের অধিকারে রেখে গণভোটের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা ও যুদ্ধবিরতির উদ্যোগ গ্রহণ সাধারণের বোধগম্য হয়। রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি G.S. Bajpai কাশ্মীর বিরোধ রাষ্ট্রসঙেঘ পাঠানোর বিরোধিতা করলে তৎক্ষণাৎ তাকে পদচ্যুত করে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপের পূর্বেই যদি পাকিস্তান কাশ্মীর অধিকার করতে পারত তবে নেহেরুর সমস্যা মিটে যেত। সেই জন্যই নিষ্ক্রিয়তা ও ধীরগতি যুদ্ধ (low intensity)। তাতেও যখন পাকিস্তান চূড়ান্ত পরাজয়ের মুখে তখন অন্ততঃ একটা অংশ পাকিস্তানের অধিকারে থাক — তাহলে জিন্নাকে প্রদত্ত নেহেরুর প্রতিশ্রুতির মর্যাদা কিঞ্চিৎ রক্ষিত হয়। লক্ষ্যণীয় '৬৫ ও '৭১ সালের যুদ্ধে ভারত পাকিস্তানের এক বিরাট অংশ দখল করে;কিন্তু আক্রমণ করে না পাক্ অধিকৃত কাশ্মীর (PoK) । অপ্রিয় হলেও স্বীকার করতে হয়, দেশ বিভাগে নেহেরু ছিলেন জিন্নার প্রধান সহযোগী। গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্রী নেতা ডঃ রামমনোহর লোহিয়া তাই তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন ঃ ভারত বিভাগের দোষী ব্যক্তি – Guilty man of India's partition.

• নেহেরু ও সংবিধানের ৩৭০ ধারা —

১৯৪৯ সাল। ডঃ বি. আর. আম্বেদকর ভারত যুক্তরাষ্ট্রের আইনমন্ত্রী ও সংবিধান খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান। শেখ আবদুল্লা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কাশ্মীরের জন্য বিশেষ রক্ষাকবচের অনুরোধ করলে, তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন ঃ আপনি চান ভারত কাশ্মীরকে বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করুক ও ভারতের সর্বত্র কাশ্মীরিদের জন্য সমান অধিকার। অথচ কাশ্মীরে ভারত ও ভারতীয়দের অধিকার স্বীকারে আপনি অসম্মত। আমি ভারতের আইনমন্ত্রী। জাতির স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা আমি করতে পারি না। (you want India to defend Kashmir, give Kashmiris equal rights all over India, but, you want to deny India and Indians all rights in Kashmir. I am a law minister of India, I can not be a party to such a betrayal of the national interest – The Statesman : 5-4-94) ভারতের আইনমন্ত্রী যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন নি — ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল

নেহেরু নির্দ্বিধায় করেছেন সেই বিশ্বাসঘাতকতা। বস্তুতঃ নেহেরুর রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস।

সংবিধানের ২১ নং অধ্যায়ে ৩৭০ ধারা অন্তর্ভুক্ত। এই অধ্যায় সম্বন্ধে বলা হয়েছে — "অস্থায়ী, পরিবর্তনশীল ও বিশেষ ব্যবস্থা" (Temporary, Transitional and special provisions.) ৩৭০ ধারা সম্বন্ধেও বলা হয়েছে — জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য সম্পর্কে সাময়িক ব্যবস্থা (temporary, provisions with respect to the state of Jammu and Kashmir)। ১৯৬৩ সালে তদানীন্তন স্বরাষ্টমন্ত্রী সংসদে বলেছিলেন, ৩৭০ ধারা বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। বাষ্প নয়, জগদ্দল পাথরের ন্যায় ৩৭০ ধারা ভারতমাতার বক্ষদেশে বসে আছে — আর তা নেহেরুর বিশেষ অবদান। অস্থায়ী নয়, অশুভ ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস-কম্যুনিস্ট জোটের নিকট এই ধারাটি ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক, অপরিবর্তনীয়। এই ধারা বাতিলের দাবি সাম্প্রদায়িক বলে নিন্দিত।

এই ধারা বলেই শেখ আবদুল্লা ১৯৫১ সালে কাশ্মীরের জন্য রচনা করেন পৃথক সংবিধান। কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর নাম করা হল প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল — সদর-ই-রিয়াসাৎ। কাশ্মীরের জন্য তৈরী হল নতুন জাতীয় পতাকা। সুপ্রীমকোর্ট ও নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ার থেকে মুক্ত করা হল কাশ্মীরকে। চালু হল কাশ্মীরে প্রবেশের জন্য পারমিট প্রথা। তীব্র প্রতিবাদ জানান জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা বীরকেশরী - হিন্দুস্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী। তিনি দাবী করেন এক দেশ — এক বিধান, এক প্রধান, এক নিশান। তিনি পারমিট প্রথা ও ৩৭০ ধারা বিলোপের দাবি নিয়ে ১৯৫৩ সালের ১০ই মে দলীয় সম্পাদক অটলবিহারী বাজপেয়ী ও অন্য সহকর্মীদের নিয়ে কাশ্মীর অভিযান করেন। অনেকের অভিমত, কুচক্রী নেহেরুর পরামর্শে শেখ আবদুল্লা তাঁকে আটক করেন এবং slow poison করে কারাগারেই তাঁকে হত্যা করেন।

এই ৩৭০ ধারার সাহায্যেই কাশ্মীরকে হিন্দুশূন্য করে মুসলিমরাষ্ট্র করার এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। এই উদ্দেশ্যেই মুসলমান তার চিরাচরিত হত্যা, ধর্ষণ ও ভয়াবহ সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে কাশ্মীর থেকে তিন লক্ষ হিন্দুকে বিতাড়িত করে। কাশ্মীর আজ হিন্দু শূন্য। এই ৩৭০ ধারা বলেই মুসলমান জম্মু-কাশ্মীরে হিন্দুর কোন অধিকার স্বীকার করে না। তাই "অমরনাথ জমি বিতর্ক"।

অমরনাথ জমি বিতর্ক

তুষারমৌলি নগাধিরাজ হিমালয় পর্বতের ১৪০০ ফুট উচ্চতায় এক গিরিকন্দরে স্ফটিকশুভ্র তুষার লিঙ্গ বাবা অমরনাথের নিবাস। ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, কাশ্মীরে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে ইসলামের ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রায় সকল মঠ-মন্দির ধ্বংস করা হয়; হিন্দুদের ইসলামে ধর্মান্তর, হত্যা অথবা বিতাড়িত করা হয় কাশ্মীর থেকে। হয়তো অতি উচ্চে দুর্গম গিরি গহ্বরে অবস্থিত বলে অমরনাথ ইসলামের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে। ভারতে তখন মুসলিম রাজত্ব। জম্মু-কাশ্মীর হিন্দু শূন্য। রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে অমরনাথ ধাম জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে লোক চক্ষুর অন্তরালে। ১৮৪৬ সালে কাশ্মীর হিন্দু রাজত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলে এই বিখ্যাত মন্দিরটি যেন নতুন করে আবিস্কৃত হল। সেই থেকে বৎসরের দুই মাস (জুলাই-আগষ্ট) লক্ষ লক্ষ হিন্দু পুণ্যার্থী যায় অমরনাথ তীর্থ দর্শনে। দুর্গম পথ ভয়ংকর বিপদ সঙ্কুল। মৃত্যু সর্বত্র ওঁৎ পেতে আছে। প্রতি বৎসরই দুর্ঘটনায় বহু পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়। সুদীর্ঘ পথ। অথচ নেই কোন বিশ্রামাগার অথবা রাত্রিবাসের ব্যবস্থা। ১৯৯৬ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত (C.P.I.) অমরনাথ যাত্রীদের সুখসুবিধার (পরিষেবা) বিষয়টি বিচার বিবেচনা করে সুপারিশ করার জন্য নীতিশ সেনগুপ্ত কমিশন নিয়োগ করেন। সেই কমিশন যথাসময়ে তার প্রতিবেদন পেশ করে। কিন্তু জম্মু-কাশ্মীরের মুসলিম মুখ্যমন্ত্রী তা কার্যকর করেন না। অবশেষে ২০০৫ সালের ১৪ই এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্ট অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডকে ১০০ একর জমি হস্তান্তরের আদেশ দেয়। সরকার সে আদেশও অগ্রাহ্য করে।

অথচ তিন বৎসর পূর্বে জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সৈয়দ * 'মুঘল রোড" পুনরুদ্ধারের জন্য একটি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করেন। মুঘল বাদশাগণ লাহোর থেকে কাশ্মীরে এই পথ দিয়েই যেতেন। এজন্য ১০,০০০ বৃক্ষছেদন ও ২৬টি বন্যপ্রাণী সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে ধ্বংস করতে হয়। (The revival of the old Mughal Road

---

* PDP নেত্রী 'মেহবুবা মুফতির বাবা মুফতি মহম্মদ সৈয়দ এক সময় ছিলেন কাশ্মীর উপত্যকায় কংগ্রেস নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (কত যে গুপ্ত তথ্য পাকিস্তানে পাচার হয়েছে ....) সেই সময় তাঁর মেয়ে রুবিয়া সৈয়দকে পণবন্দী করেছিল জঙ্গিরা। রুবিয়াকে উদ্ধার করতে জঙ্গিদের দাবি মেনে নিয়ে পাঁচজন দুর্ধর্ষ জঙ্গিকে কারামুক্ত করেছিল ভারত সরকার (ভি.পি.সিং প্রধানমন্ত্রী - মনে হয় এ এক পরিকল্পিত নাটক) — এটাই ছিল কাশ্মীরে জঙ্গি আন্দোলনের প্রথম জয়। ... জঙ্গিদের শক্তি সঞ্চয়ের পিছনে আরও একটু ইতিহাস আছে। সি.বি. আইয়ের প্রাক্তন ডিরেক্টর যোগীন্দর সিং ১৯৯০ সালে ছিলেন শ্রীনগরে কর্তব্যরত সি. আর. পি'র ইনস্‌পেক্টর জেনারেল। তিনি লিখেছেন ঃ- ১৯৯০ সালে কাশ্মীরে ১১০০টি মসজিদ থেকে লাউড স্পীকারে যে আহ্বান জানানো হয়, তার ফলেই মধ্যরাতের

which was once used by the great Mughals in travel to Kashmir from Lahore, by Mr. Sayeed witnessed destruction of over 10,000 trees and 26 wildlife sanctuaries – The Times of India: 30-6-2008.

মুফ্‌তি সরকার ইতিপূর্বে Baba Ghulam Shah Badshah University-কে রাজৌরীতে ৫০০ একর ও Islamic University-কে অবন্তীপুরে ৫০০ একর জমি দিয়েছে বিনামূল্যে (Govt. gave free land to Baba Ghulam Shah Badshah University and also freeland was transferred to Islamic University at Awantipur – The Times of India, 30-6-2008।)

রাজ্য সরকার এই বৎসর (২০০৮) ২৬শে মে অমরনাথ মন্দির বোর্ডকে ১০০ একর জমি দেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এজন্য মন্দির বোর্ডকে রাজ্য সরকারকে বার্ষিক ২,০৩,১৩,০৪০ টাকা কর দিতে হবে। এই জমিতে অমরনাথ তীর্থ যাত্রীদের পরিষেবার (বিশ্রাম, রাত্রিবাস ইত্যাদি) জন্য অস্থায়ী নির্মাণ কার্য (prefabricated) করা যাবে। মালিকানা থাকবে জম্মু-কাশ্মীর সরকারের। কিন্তু তীব্র আপত্তি জানায় কাশ্মীরের মুসলমান। আপত্তি ভারতে মুসলিম স্বার্থের প্রতিভূ-কুখ্যাত রাজাকার (হায়দ্রাবাদের নিজামের ব্যক্তিগত বাহিনী - যাদের কাজ ছিল হিন্দু নিধন, হিন্দু নারী অপহরণ ও ধর্ষণ এবং মন্দির ধ্বংস) ও মুসলিম লীগের দোসর ধর্মনিরপেক্ষ সোনিয়া মনমোহনের নেতৃত্বে কেন্দ্রের ইউ.পি.এ. সরকারের। এই ধর্মনিরপেক্ষ সরকার লাখ লাখ মুসলমানের মক্কায় হজ করতে যাওয়ার জন্য মাথা পিছু ২২,০০০ টাকা ভরতুকি (বিমানভাড়া বাবদ) দেয়। অন্যদিকে মানস সরোবর যাত্রী প্রতি হিন্দুকে ৫০,০০০ টাকা সরকারকে দিতে হয়। তীর্থে যেতে হলে হিন্দুকে দিতে হয় তীর্থকর। জ্বালানির দাম বাড়ার জন্য বেড়েছে বিমান ভাড়া। কিন্তু "হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র ... হজযাত্রীদের

প্রতিবাদ জন্ম নিয়েছিল।" জঙ্গিরা কাশ্মীর উপত্যকা থেকে তিন লক্ষ হিন্দুকে উৎখাত করেছিল — এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য খুন, নারী অপহরণ, ঘর জ্বালানো ও মন্দির ধ্বংস করার কর্মসূচী নিয়েছিল তারা।

.... এই জঙ্গিরা ছিল কাশ্মীরের মুসলিম। সে সময় কাশ্মীরের রাজপাল ছিলেন জগমোহন। তিনি কঠোর হস্তে উচ্ছৃঙ্খলা দমন করে শান্তি শৃঙ্খলা অনেকটাই ফিরিয়েছিলেন। কাশ্মীরের মসজিদগুলি থেকে মাইক্রোফোনের সাহায্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করা ও উস্কানি দেওয়া তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এটাই তাঁর অপরাধ বলে গণ্য হয়েছিল। জগমোহনকে অপমান করেই রাজ্যপাল পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল ভারত সরকার।" — লিখেছেন পবিত্র কুমার ঘোষ — বর্তমানঃ ৪-৯-২০০৮।

সংখ্যাও ১,২৩,২০১ করা হয়েছে। হজ যাত্রী সংখ্যা বাড়ানোর জন্য কয়েক মাস আগে বিদেশ মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় সৌদি আরবে গিয়ে*1 সেখানকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন" — আনন্দবাজারঃ ১২-৯-২০০৮।

হজযাত্রী মুসলমানদের মক্কা যাওয়ার পূর্বে ও মক্কা থেকে ফেরার পর বিশ্রাম ও রাত্রিবাসের জন্য ভারতের প্রতিটি বড় বড় শহরে সরকারি ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে বিশাল বিশাল স্থায়ী যাত্রী নিবাস। তবে অমরনাথে তীর্থ যাত্রীদের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হবে না কেন? পর্যাপ্ত মূল্য দিয়ে সরকারি জমিতে মন্দির কর্তৃপক্ষ অস্থায়ী যাত্রী নিবাস নির্মাণ করলে মুসলমান আপত্তি করে কোন যুক্তিতে? যুক্তি তাদের আছে। কাশ্মীরের মুসলমান মনে করে পণ্ডিত নেহেরুর বিশেষ অবদান সংবিধানের ৩৭০ ধারা - জম্মু-কাশ্মীরে তাদের একচ্ছত্র ও নিরঙ্কুশ অধিকার দিয়েছে। অধিকার নেই হিন্দুর ...।

রাজ্য সরকার অমরনাথ বোর্ডকে জমি হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিলে কংগ্রেসের কোয়ালিশন সঙ্গী পি ডি পি নেত্রী মেহবুবা মুফতি *2 তীব্র আপত্তি জানিয়ে সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেন। মুখ্যমন্ত্রী গোলাম নবী আজাদ (কংগ্রেস) জমি হস্তান্তরের আদেশ প্রত্যাহার করেও সরকার বাঁচাতে পারেন না। প্রবর্তিত হয় রাষ্ট্রপতি শাসন।

১৯৪৭ সালের পূর্বে যেমন দল মত নির্বিশেষে সকল মুসলমানের দাবি ছিল "পাকিস্তান" — আজও তেমনি সকল কাশ্মীরি মুসলমানের দাবি "আজাদি" - অর্থাৎ পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তি। পাকিস্তান যেমন "ইসলামের" দাবি - এই "আজাদি"ও তেমনি ইসলামের দাবি। গান্ধী - কংগ্রেস কম্যুনিস্ট জোট যেমন মুসলিম "তোয়াজ" করে "ভারত বিভাগ"কে অনিবার্য করে তুলেছিল - বিগত ৬০ বছর ধরে এই অশুভ চক্র ঠিক তেমনি দেশ ও জাতির মূল স্বার্থের বিরুদ্ধে কাশ্মীরের মুসলমানদের "স্তব-স্তুতি" করে "আজাদির" দাবিকে শক্তিশালী করেছে। ১৪টি "জেহাদি" সংগঠন নিয়ে গঠিত APHC (All Party Huryat Conference) এই আজাদি আন্দোলনের পুরোভাগে। এই

---

*1 মুসলমান মক্কা যায় হজ করতে। এই হজযাত্রীদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের এত উদ্যম উৎসাহ কেন? মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় কেন যাবেন সৌদি আরবে? মুসলমানের কল্যাণের জন্য আছে "সংখ্যালঘু মন্ত্রক" (কেন্দ্রে ও রাজ্যে) — আছে 'হজ' কমিটি। অনুরূপ ভাবে হিন্দু কল্যাণের জন্য 'সংখ্যাগুরু মন্ত্রক নেই কেন? কেন নেই 'তীর্থ' কমিটি?

*2 হিন্দু কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদীদের তিনি 'ধর্মযোদ্ধা' (Holy Warrior) আখ্যা দেন, আর যারা সংঘর্ষে মৃত্যুবরণ করেন, তারা হলেন 'শহীদ' (Miss Mehbooba Mufti; leader of the PDP, ally of Cong. Govt. in Kashmir "publicly" calls terrorists "holy warriors" and those getting killed "Martyrs" – The Statesman : 11-4-2006.

হুরিয়ত কনফারেন্সের নেতা হলেন সৈয়দ আলী শা গিলানী। তিনি মুসলমান ভাইদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, আজ থেকে আপনাদের শ্লোগান হোক — "আজাদি - বরে - ই - ইসলাম। ইসলামের জন্য স্বাধীনতা।" (Azadi-Bare-e-Islam-Freedom for Islam - The Times of India : 17-08-2008)।

এই "আজাদির" দাবি নিয়ে মুসলমান গোটা কাশ্মীর জুড়ে শুরু করে হিংসাত্মক আন্দোলন। কেন্দ্রে মুসলমানের বন্ধু সরকার দর্শক মাত্র। কার্ফু জারি হয় না। মুসলিম তাণ্ডবে কাশ্মীর উত্তাল। পাকিস্তানি পতাকা নিয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলমান যায় রাষ্ট্রপুঞ্জের সামরিক পর্যবেক্ষকের অফিসে স্মারকলিপি পেশ করতে। " বোরখা" আবৃত মহিলা, ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক, ব্যবসায়ী, আইনজীবি, ডাক্তার-নার্স সকলেই "আজাদির" মিছিলে সামিল হয়। সেই উন্মত্ত জনতার শ্লোগান — "জিভে জিভে পাকিস্তান, তেরি জান, মেরি জান। পাকিস্তান পাকিস্তান। তেরি মণ্ডি, মেরি মণ্ডি - রাওয়ালপিণ্ডি রাওয়ালপিণ্ডি" — (The Times of India, 19-08-2008)। কাশ্মীরের ভারতীয় (?) মুসলমান মহোল্লাসে পাকিস্তানি পতাকা হাতে নিয়ে ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকাকে পদদলিত করে আগুনে পোড়ায়। দিগন্ত প্রকম্পিত করে শ্লোগান দেয় — "আমরা পাকিস্তানি,* পাকিস্তান আমাদের - ইসলাম ধর্ম আমাদের এক সূত্রে গ্রথিত করেছে। হুরিয়ত নেতা গিলানী ১৮ই আগষ্ট শ্রীনগরে বলেন — "হাম পাকিস্তানি, পাকিস্তান হামারা হায় (We are Pakistanis and Pakistan is us because we are tied with the country through Islam .... Hum Pakistani hain, Pakistan Hamara hai -(The Times of India : 24-8-08.)

যে হিন্দু-বিদ্বেষী ইসলামের সেবাদাস কংগ্রেস-কম্যুনিস্ট জোট মুসলমানের প্রীতি লাভের জন্য হিন্দুর অর্থে পুষ্ট রাজকোষ উজাড় করে দিয়েছে মুসলমানের কল্যাণার্থে - সেই মুসলমানের কাশ্মীরে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয় না। ১৫ই আগষ্ট রাজ্যপালের পক্ষ থেকে জনৈক C.R.P.F. ইন্সপেক্টর কড়া পাহাড়ায় কোনরকমে উত্তোলন করেন জাতীয় পতাকা। ঘণ্টাখানেক পরেই তা নামিয়ে ফেলা হয়। নতুবা জাতীয়তাবাদী ভারতীয় (?) মুসলমান তা যে পুড়িয়ে দেবে! তারপরই সেখানে "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" ধ্বনি দিয়ে হাজারো মুসলমানের জমায়েত। পক্ষান্তরে জম্মুতে - "পতাকা উত্তোলন করলেন শ্রী অমরনাথ যাত্রা সংঘর্ষ সমিতির আহ্বায়ক লীলাকরণ শর্মা। ভিড় ১০-১২ হাজার মানুষের। সভাস্থলের অনেকটা দূরেই গাড়ী আটকে দিয়েছে পুলিশ। তাই পায়ে হেঁটেই দুধের

---

* প্রকাশ্যে দেশদ্রোহিতা! অন্যদেশ হলে এদের স্থান হত কারাগারে। কিন্তু সরকারের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। হয় সরকারের শীর্ষ নেতৃত্ব ক্লীব - নপুংসক - অথবা ভারতের চির বৈরী পাকিস্তানের এজেন্ট ...।

শিশুকে কোলে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন মায়েরা"। (আনন্দবাজারঃ ১৭-৮-২০০৮)

কার্ফু উপেক্ষা করে মুসলমানরা শ্রীনগরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষে বেশ কিছু হতাহত হয়। কিন্তু বিক্ষোভ প্রশমিত হয় না। All J & K Students Union বড় বড় পোষ্টার নিয়ে মিছিল করে। তাতে লেখা ছিল "নেহেরু আমাদের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই স্বাধীনতা আমাদের দাও। (Give us Freedom as Nehru has promised – The Times of India, 22-8-2008)। ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। স্বাভাবিক ভাবেই কাশ্মীরের মুসলমান সেই দিনটিকে সাড়ম্বরে পালন করে।* ঠিক মধ্যরাত্রে শোভাযাত্রা সহ তারা রাজপথ পরিক্রমা করে। তারা স্লোগান দেয় — "হিন্দু কাশ্মীর ছাড়!" কাশ্মীর তো হিন্দুশূন্য .... তবু কিছু সরকারি কর্মী রয়েছে। তারা প্রাণভয়ে পালিয়ে যায় জম্মুতে। (Mean while, hundreds of Hindu employees working in the civil secretariat of the J & K Govt. have fled to Jammu fearing for their lives after Kashmiri protestors who took to the streets on the midnight of Pakistans' Independence Day on 14th Aug., raised slogans asking the Hindus to leave Kashmir valley immediately – The Statesman : 17-8-2008.

জম্মুতে হিন্দু জাগড়ন

অমরনাথ বোর্ডকে জমি হস্তান্তরের প্রতিবাদে কাশ্মীরের মুসলমান ২২শে জুন থেকে কাশ্মীর উপত্যকা জুড়ে "আজাদির" দাবি নিয়ে হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু করে। ৯ দিন ধরে তারা কাশ্মীর উপত্যকা অচল করে রাখে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোন হেল দোল নেই .... এইবার প্রতিবাদে গর্জে ওঠে জম্মুর হিন্দু। ৩০শে জুন থেকে তারা শুরু করে পাল্টা আন্দোলন। ধূমায়িত পুঞ্জীভূত অসন্তোষে সহসাই ঘটে বিস্ফোরণ। প্রশ্ন হল, মাত্র ১০০ একর জমি নিয়ে কি এত বড় স্বতস্ফূর্ত হিন্দু জাগরণ সম্ভব? আনন্দবাজার পত্রিকার (৯-৮-২০০৮) সম্পাদকের বিশ্লেষণেঃ "জম্মু-কাশ্মীর ভারতের একমাত্র মুসলিম রাজ্য হইলেও এই প্রাধান্য মূলতঃ শ্রীনগর উপত্যকায় সীমাবদ্ধ। রাজ্যের অন্য দুটি অংশ জম্মু ও লাদাখ যথাক্রমে হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রধান।* কিন্তু জম্মু-কাশ্মীর বরাবরই শ্রীনগর

* ভারতের মুসলমান দেশ ভাগ করে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করেছে। ভারত নয়, পাকিস্তান তাদের স্বদেশ। এদেশে থেকেও তারা স্বপ্ন দেখে পাকিস্তানের।

উপত্যকার দ্বারা শাসিত হইয়া আসিয়াছে। জম্মু ও লাদাখ শ্রীনগরের শাসকদের কাছে যেমন, তেমনই দিল্লীর শাসকদের কাছেও উপেক্ষা পাইয়া আসিয়াছে। এ জন্য এই দুই অঞ্চলেরই মানুষের মনে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ সঞ্চিত আছে। .... চল্লিশ একর জমি হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত হইতে সরকার যখন মুসলিম গরিষ্ঠতার চাপে পিছাইয়া আসে, তখনই জম্মুর মানুষ বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়েন।" জম্মু-লাদাখের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু-বৌদ্ধ জনগণের উপর কাশ্মীর উপত্যকার সংখ্যালঘু মুসলমান কিভাবে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে? জম্মু কাশ্মীরের নির্বাচনী ব্যবস্থা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

<u>নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুসারে</u>

	আয়তন	ভোটার	এম.এল.এ.	এম.পি.
জম্মু -	২৬০০০ বঃ কিমি.	২৮,৯২,২৯০	৩৭	২
কাশ্মীর-	১৫০০০ বঃ কিমি.	২৫,৪৬,৯১৩	৪৬	৩

লাদাখের জন্য বরাদ্দ মাত্র ১টি এম. এল.এ.'র আসন।

আনন্দবাজার পত্রিকাঃ ১৪-৮-০৮/The Times of India : 14-8-08

কাশ্মীর অপেক্ষা জম্মুর ভোটার সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ বেশী হওয়া সত্ত্বেও তাদের এম.এল.এ. ও এম.পি.-র সংখ্যা কম কেন? এই নগ্ন বৈষম্যের কী ব্যাখ্যা হতে পারে? ভারত বিভাগের অন্যতম রূপকার বর্তমান ভারতের সকল সংকটের স্রষ্টা হিন্দু-বিদ্বেষী, মুসলিমপ্রেমিক গান্ধীশিষ্য খলনায়ক জওহরলাল নেহেরুর সে এক অবিনশ্বর কীর্তি।... উদ্দেশ্য অতি মহৎ। জম্মু-কাশ্মীরের সংখ্যাগুরু হিন্দুর উপর সংখ্যালঘু মুসলমানের প্রভুত্ব স্থাপনের এ হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। তাই সমগ্র ভারতে নির্বাচন কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাসের জন্য গঠিত কুলদীপ সিং কমিশনের এক্তিয়ারের বাইরে রাখা হয়েছে জম্মু-কাশ্মীরকে। ভারতীয় জনতা পার্টি জম্মু-কাশ্মীরের নির্বাচন কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাসের দাবি করে। কিন্তু নেহেরু - গান্ধী পরিবারের বর্তমান উত্তরাধিকারিনী ইটালিয়ান সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার তা অগ্রাহ্য করে।

কাশ্মীরের "ইসলামিকরণ" করে তাকে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান করার জন্য এ হল দেশদ্রোহী, জাতিদ্রোহী নেহেরুর এক ঘৃণ্য চক্রান্ত।* তাঁর অনুজপ্রতিম স্নেহভাজন শেখ আবদুল্লার শাসনকাল থেকেই এই "ইসলামিকরণের" শুরু। হিন্দু সরকারি কর্মচারীদের

* এই প্রাধান্য বিলোপ করার জন্য শ্রীনগরের মুসলিম শাসকবৃন্দ পরিকল্পিতভাবে জম্মু ও লাদাখে মুসলিম বসতি স্থাপনে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করে — অন্যদিকে হিন্দুদের বিতাড়ন করে কাশ্মীর উপত্যকা থেকে।

বিতাড়ন করে প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে মুসলমানদের বসানো হয়। "মাদ্রাসা" প্রতিষ্ঠার জন্য ঢালাও অর্থ সাহায্য দেওয়া হয় সরকারি কোষাগার থেকে। উন্নয়নের ক্ষেত্রেও হিন্দু-বৌদ্ধ প্রধান জম্মু ও লাদাখ অপেক্ষা কাশ্মীর উপত্যকার জন্য বাজেটের সিংহভাগ বরাদ্দ করা হয়। সংরক্ষণের সুবিধা নিয়ে শিক্ষা, চাকুরী সবেতেই কাশ্মীরিদের প্রাধান্য। বিধবা ভাতা, বেকার যুবকদের ঋণদানের মত বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে কোনও সাহায্য পান না জম্মুর মানুষ। এমন কি প্রকল্পের কথা ঘোষণা পর্যন্ত করা হয় না। একটি উদাহরণে বিষয়টি আরও পরিস্কার হবে। "রাজ্যের জল সম্পদ উন্নয়নের জন্য পূর্বতন NDA সরকার ৪০০ কোটি টাকা Special Grant মঞ্জুর করে। তার মধ্যে কাশ্মীরের জন্য বরাদ্দ হয় ৩৯৯.১০ কোটি টাকা এবং জম্মুর জন্য বরাদ্দ মাত্র ৯০ লক্ষ টাকা। অর্থ এবং সকল ক্ষেত্রে বিরাট বৈষম্যের জন্য কাশ্মীরে নথিভুক্ত ১,৪০,০০০ বেকারের মধ্যে জম্মুতেই রয়েছে ৯৫,৪৯৯ জন — লিখেছেন Hari Om, Dean, Faculty of Social Sciences. Jammu University - The Statesman : 12-4-2004.

এই বৈষম্য ও বঞ্চনার প্রতিবাদেই জম্মু গণবিক্ষোভে উত্তাল। কেন্দ্রীয় সরকার কড়া হাতে আন্দোলন দমনের চেষ্টা করে। গোটা জম্মু অঞ্চলে ১৪৪ ধারা ও কার্ফু জারী করা হয়। সেনা নামানো হয়। জম্মুবাসী হিন্দুদের বিক্ষোভ জমায়েতে গুলি চালিয়ে কম করে ১০ জনকে হত্যা করা হয়। মুসলমানরা জম্মুর একটি অঞ্চলে হিন্দুদের ঘর-বাড়ি, দোকানপাট পুড়িয়ে দেয়। হত্যা করে দু'জনকে। এত করেও আন্দোলন দমন করা যায় না, বরং তা আরও তীব্র হয়। প্রায় ৫২ দিন ধরে জম্মুতে বিক্ষোভ, ধর্মঘট চলেছে। এর পর তিনদিনের জেল ভরো আন্দোলন। প্রথম দিনে পুরুষ, দ্বিতীয় দিন মহিলা ও শেষ দিনে গ্রেফতার বরণ করে শিশুরা। সংঘর্ষ সমিতির মতে প্রায় ৩.৫ লাখ মানুষ কারাবরণ করে। আধুনিক ভারত ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

দিল্লীর সরকার সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টা করে না। অষ্ট্রিচ পাখীর ন্যায় বালিতে মুখ গুজে আছে ...। অবশেষে ৬ই আগষ্ট কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লীতে সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন করে; কিন্তু আমন্ত্রণ জানানো হয় না অমরনাথ সংঘর্ষ সমিতিকে। এই বৈঠকে বিজেপি'র অন্যতম সাধারণ সম্পাদক শ্রী অরুণ জেটলি বলেন ঃ এতদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র কাশ্মীরের আবেগ অনুভূতিই বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু জম্মুরও যে আবেগ আছে তা এখন স্বীকার করতে হবে। (...Psyche of the valley had always

---

* শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মুসলীম লীগের চক্রান্ত ব্যর্থ করে বাংলাকে ভাগ করেছিলেন। তাই কোটি কোটি বাঙালী হিন্দু এ বাংলায় স্থান পেয়েছে। তিনিই নেহেরুর চক্রান্তের বিরুদ্ধে কাশ্মীর অভিযান করেছিলেন। নেহেরুর ষড়যন্ত্রে শেখ আবদুল্লার কারাগারে তাঁর মৃত্যু হয়।

been considered. It was time to acknowledge that Jammu too had a psyche. – The Times of India : 7-8-08)। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিলের নেতৃত্বে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল জম্মু যায়। সংঘর্ষ সমিতি তাদের সঙ্গে আলোচনায় অসম্মত হয়। তারা রাজ্যপাল এম. এন. ভোরার পদত্যাগ দাবি করে। অবশেষে রাজ্যপাল নিযুক্ত ৫ সদস্যের কমিটির সঙ্গে কয়েকদফা আলোচনার পর সরকার ১০০ একর জমি হস্তান্তরে সম্মত হয়। চুক্তি রূপায়ণ শর্ত সাপেক্ষে বিক্ষোভ আন্দোলন স্থগিত রাখা হয়। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে সাফল্যের আনন্দে মেতে ওঠে জম্মু পরম উল্লাসে ...।

২০০২ সালে গোধরায় মুসলমান নারী-শিশুসহ ৫৯ জন করসেবককে সবরমতি এক্সপ্রেসে জীবন্ত দগ্ধ করলে গুজরাটে ঘটেছিল এক অভূবপূর্ব হিন্দু জাগরণ। আর ২০০৮ সালে কাশ্মীরে মুসলমানের " জেহাদের " বিরুদ্ধে জম্মুতে দেখা যায় অনুরূপ ব্যাপক গণ জাগরণ। প্রায় শত বর্ষ ধরে ধর্মনিরপেক্ষতার অভিশাপ হিন্দুকে করেছে বীর্যশুষ্ক ভীরু কাপুরুষ। হিন্দু আজ সব হারিয়েছে। তার না আছে স্বধর্মে অনুরাগ, না স্বজাতিপ্রীতি, না স্বদেশপ্রেম। হিন্দু পরিচয়ে সে লজ্জিত হয়, হিন্দুর দুর্দশায় সে ব্যথিত হয় না; ক্রুদ্ধ হয় না মাতৃভূমির লাঞ্ছনায়। এই ঘন তমসার মধ্যে গুজরাট ও জম্মুতে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হিন্দুর নবজাগরণ আলোকবর্তিকা স্বরূপ। তাই সমগ্র হিন্দু জাতি গুজরাট ও জম্মুর হিন্দুর নিকট কৃতজ্ঞ।



মূল্য ঃ ১০.০০